বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম বার্ষিক বিবরণী ও বর্ত্তমান বর্ষের নিয়মাবলী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠ বর্ষে উপনীত হইয়াছেন। পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি সভ্যবর্গ ও সাধারণের অবগতির জন্য পঞ্চম বর্ষ ১৩০৫ সালের কার্য্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছেন।

সভ্য সংখ্যা—আলোচ্য বর্ষে ৩৫ জন নূতন সভ্য পরিষদে যোগদান করিয়াছেন; ৯ জন সভ্যের মৃত্যু ঘটিয়াছে; এবং ২২ জন সভ্য পদত্যাগ করিয়াছেন। ১৩০৪ সালের শেষে পরিষদের সভ্য সংখ্যা ৩৪২ জন ছিল; আলোচ্য বর্ষের অবসানে ঐ সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ৩৪৬ জন হইয়াছে। ১৩০১ সালের প্রারম্ভে যখন ভূতপূর্ব্ব বেঙ্গল একাডিমি অফ্ লিটারেচার পুনর্গঠিত হইয়া বর্ত্তমান বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পরিণত হয়, তখন ইহার সভ্য সংখ্যা ২১ জন মাত্র ছিল; ১৩০৫ সালের শেষে ঐ সভ্য সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইয়া ৩৪৬ জন হইয়াছে। ইহা যে পরিষদের প্রতিপত্তি বলোপচয় ও তৎপ্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আগ্রহাতিশয়ের নিদর্শন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উক্ত ৩৫ জন নূতন সভ্য ব্যতীত পরিষদের মাসিক অধিবেশনে আরও ৩০ জন যথারীতি সাধারণ সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিবর্দ্ধিত নিয়মাবলীর ৯ (খ) ধারার বিধানমতে তাঁহারা নির্ব্বাচন সংবাদ প্রাপ্তির এক মাস মধ্যে প্রবেশিকা প্রদান না করাতে তাঁহাদিগকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হয় নাই।

বিশিষ্ট সভ্য—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও হিতৈষী অঙ্গ বঙ্গ সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত সি, আই, ই মহাশয় বিশিষ্ট সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

বিশিষ্ট সভ্যদিগের নাম যথা ;—

১। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, এম্, এ, বি, এল্।
২। „ রাজনারায়ণ বসু।
৩। „ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ. বি. এল।
৪। „ নবীনচন্দ্র সেন, বি, এ।
৫। „ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৬। „ কালীপ্রসন্ন ঘোষ রায় বাহাদুর।
৭। „ উইলিয়ম্ ওয়েডারবর্ণ।
৮। „ জন বিম্স্ এস্কোয়ার।
৯। „ স্যর উইলিয়ম হণ্টার।
১০। „ রমেশ চন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই।

সভ্যের মৃত্যু—পরিষদ্ সংস্কৃত-সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত বিশিষ্ট সভ্য স্যর মনিয়র উইলিয়মসের মৃত্যুতে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। তদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে পরিষদের যে ৯ জন সভ্য পরলোকগত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম যথা,— মতিলাল মল্লিক, কুমার যতীন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, উমেশ চন্দ্র বটব্যাল, মনোমোহন সেন গুপ্ত কবিরত্ন, হারাধন দত্ত ভক্তনিধি, অমূল্যচরণ বসু, গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, দীননাথ সেন ও রামচন্দ্র দত্ত। ইঁহাদের অভাবে পরিষদ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন এবং ইঁহাদের অকালমৃত্যু-জন্য মাসিক অধিবেশনে শোক প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ৺ উমেশ চন্দ্র বটব্যাল, ৺ হারাধন দত্ত ভক্তনিধি, ৺ অমূল্যচরণ বসু ও ৺ গিরীজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী পরিষদের হিতৈষী ও উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ৺ উমেশ চন্দ্র বটব্যাল, ৺ গিরিজা প্রসন্ন রায় চৌধুরী ও ৺ হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি বঙ্গ সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত ছিলেন।

সভ্যের উপাধি প্রাপ্তি—পরিষদের সদস্য দ্বয় শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী ও শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয়দ্বয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হওয়ায়, পরিষদ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

অধিবেশন—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ১২টী অধিবেশন হইয়াছিল। তন্মধ্যে মাসিক অধিবেশন ১১টী ও স্থগিত অধিবেশন ১টী।

কোনটীতেই উপস্থিত সভ্যের সংখ্যা ৩৪ জনের অধিক এবং ১৬ জনের ন্যূন হয় নাই। স্থগিত ও মাসিক অধিবেশন কয়টীতে পরিষদের শাখা-সমিতি নিয়োগ এবং ১৩০৩ সালে প্রবর্ত্তিত প্রথানুসারে নানা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধ-সমূহের প্রায় সকলগুলিই পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ সকল প্রবন্ধের অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধীয়। প্রবন্ধ রচনা উপলক্ষে পরিষদের কয়েক জন সভ্যের গবেষণাফলে কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রত্নতত্ত্ব এবং কয়েকখানি অজ্ঞাতপূর্ব্ব প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের আবিষ্কার ও উদ্ধার হইয়াছে; আশা করা যায়, এই প্রবন্ধ পাঠ প্রথায় পরিষদের সভ্যবর্গের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ বর্দ্ধিত হইবে, এবং সাধারণেও পরিষদের উপকারিতা উপলব্ধি করিবেন। নিম্নে প্রবন্ধ পাঠকের নাম ও পঠিত প্রবন্ধের বিষয় লিখিত হইল।

প্রবন্ধ পাঠক	পঠিত প্রবন্ধ।
শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত	ইতিহাস রচনার প্রণালী।
শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী	অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ।
শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	জীবন চরিত রচনার প্রণালী।
শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর	উপসর্গ বিচার ২য় প্রবন্ধ।
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	ধোয়ীকবির পবন দূত; হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্র শাস্ত্র।
শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু	গৌড়াধিপ মদন পাল ও মহীপাল দেবের তাম্র শাসন; ভারতীয় ন্যায় শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
শ্রীবিহারীলাল সরকার	ভরতকৃত উপসর্গ বৃত্তির আলোচনা।
শ্রীরাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী	উপসর্গ তত্ত্ব বিচার।
শ্রীমহেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধি	প্রাচীন সংবাদ পত্র।
শ্রীসতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ	ভবভূতি।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফি	রাজকবি জয় নারায়ণ।

পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উপকথা ও মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে মাননীয় রিজলে সাহেবের বিজ্ঞাপন উপস্থিত

করিয়া তদ্বিষয়ে পরিষদকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে আহ্বান করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবমতে স্থির হয় যে গ্রিয়র্সন সাহেবের বিজ্ঞাপন বঙ্গানুবাদ সহ পত্রিকায় মুদ্রিত করা হইবে এবং এ বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য পরিষদের সভ্যগণকে আহ্বান করা হইবে। তাঁহারা স্ব স্ব বক্তব্য লিখিয়া পত্রিকা-সম্পাদককে প্রেরণ করিবেন। পত্রিকা-সম্পাদক ঐ সকল মন্তব্য শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিবেন।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি—১৩০৩ সালে প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে আলোচ্য বর্ষে এই সমিতি ৮ জন নির্ব্বাচিত সভ্য এবং ৪ জন মনোনীত সভ্য লইয়া গঠিত হইয়াছিল। নির্ব্বাচিত ও মনোনীত সভ্যের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(নির্ব্বাচিত সভ্যগণ।)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ, বি, এল্।
" গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
" সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি।
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি, এল্।
" মনোমোহন বসু।
" যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম, এ।
" গোবিন্দ লাল দত্ত।
" হরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

(মনোনীত সভ্যগণ।)

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত।
" পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, এম, এ।
" চন্দ্রনাথ বসু, এম, এ, বি, এল্।
" শরচ্চন্দ্র সরকার।

এতদ্ব্যতীত পরিষদের সভাপতি, সহকারী-সভাপতিত্রয়, সম্পাদক, সহকারী-সম্পাদকদ্বয়, পত্রিকা সম্পাদক, ধনরক্ষক ও গ্রন্থরক্ষক এই সমিতির অতিরিক্ত সভ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিলেন। সুতরাং আলোচ্য বর্ষে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে সমুদয়ে ২২ জন সভ্য ছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির ১২টী অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সকল অধিবেশনের কোনটীতে উপস্থিত সভ্য সংখ্যা ১২ জনের অধিক ও ৬ জনের ন্যূন হয় নাই। সমিতি যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে নিম্নোক্ত কয়টী বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

(১) পরিষৎ কর্ত্তৃক সংগৃহীত প্রাচীন কাব্যাদি পত্রিকায় মুদ্রণের ব্যবস্থা।

(২) পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাদির নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা গ্রন্থালয়ে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা।

(৩) প্রাচীন পুঁথির বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য উপযুক্ত লোক নিয়োগ।

এতদ্ব্যতীত কর্ম্মচারী নিয়োগ, প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ, পুরস্কার প্রবন্ধের পরীক্ষক নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

পরিষদ্ রেজেষ্টরীকরণ—১৮৬০ সালের ২১ আইনের বিধান মতে আলোচ্য বর্ষে নিয়মিত সংখ্যক সভ্যের স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া অনুষ্ঠান পত্র রেজেষ্টরী করা হইয়াছিল।

বেণ্ডল সাহেবের অভ্যর্থনা—আলোচ্য বর্ষে সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ শ্রীযুক্ত সি, বেণ্ডল সাহেবের কলিকাতায় আগমন উপলক্ষে পরিষদ হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য একটী সান্ধ্য-সমিতির অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। উক্ত সমিতিতে গীত, বাদ্য, অভিনয় প্রভৃতি নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদের আয়োজন হইয়াছিল। বেণ্ডল সাহেব ইহাতে পরিতুষ্ট হইয়া পরিষদের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। পরিষদের বিশ্বাস যে বেণ্ডল সাহেবের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া পরিষদ প্রাচ্য-বিদ্যা ও প্রত্নতত্ত্বের প্রতি সমাদর প্রকাশ করিয়াছেন।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা প্রচলন—বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা প্রচলন সম্বন্ধে পরিষদ ১৩০২ ও ১৩০৩ সালে যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ ঐ ঐ বর্ষের বিবরণীতে লিখিত হইয়াছে। পরিষদ এ সম্বন্ধে বিশ্ব-বিদ্যালয় সমীপে যে আবেদন প্রেরণ করেন, তাহার বিচার করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় এ বিষয়ে এই স্থির করেন যে, পরীক্ষার্থীরা ইচ্ছা করিলে এফ্, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট বিষয় ব্যতীত বাঙ্গালা রচনা বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারিবেন এবং পরীক্ষার ফলে পারদর্শিতানুসারে এক এক খানি প্রশংসা পত্র পাইবেন। আলোচ্য বর্ষে

বিশ্ব-বিদ্যালয় ঐ নিয়মানুসারী এফ, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনা বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে যে, আলোচ্য বর্ষে ২০০০ জনের অধিক সংখ্যক এফ, এ, ও জন বি, এ, পরীক্ষার্থী বাঙ্গালা রচনা বিষয়ে পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এ ঘটনা পরিষদের অতীব সন্তোষজনক। কারণ ইহা দ্বারা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি যত্ন ও অনুরাগ বদ্ধমূল হইয়াছে। আশা করা যায়, এই যত্ন ও অনুরাগ দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

গত বর্ষের কর্ম্মচারিগণ—আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত কর্ম্মচারিগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহকারী-সভাপতিত্রয়—শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল।

সহকারী-সম্পাদকদ্বয়—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু।

পত্রিকা-সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।

ধন-রক্ষক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ।

গ্রন্থ-রক্ষক—শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, ও শ্রীযুক্ত কাশীনাথ নন্দী।

লেখক—শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মল্লিক।

সভাপতি—আলোচ্য বর্ষে বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পরিষদের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সবিশেষ যোগ্যতা সহকারে পদোচিত কর্ত্তব্যভার বহন করিয়াছেন। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি পরিষদের মাসিক অধিবেশনে মনোজ্ঞ ও সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এবং পরিষদের উন্নতিকল্পে যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

সহকারী-সভাপতি—আলোচ্য বর্ষে সহকারী-সভাপতিগণ স্ব স্ব পদোচিত

কর্ত্তব্য সাধনে যত্নের ত্রুটি করেন নাই। শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর মহাশয় পরিষদের অর্থ সংস্থানে সাহায্য করিয়া এবং সতত পরিষদের হিতার্থে সৎপরামর্শ দান ও শ্রম স্বীকার করিয়া পরিষদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম, এ, মহাশয় বিবিধ সমিতির কার্য্যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে এবং সাধারণ-সভায় উৎসাহ ও আন্তরিকতার সহিত যোগদান করিয়া, মাসিক অধিবেশনে নানা বিষয়ক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এবং পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ রচনা, প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ প্রভৃতি অনেক উপায়ে পরিষদের উন্নতিকল্পে যত্নশীল হইয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

সম্পাদক—আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, পরিষদের সম্পাদকপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সাধ্যানুসারে নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদনে সচেষ্ট ছিলেন। এইজন্য পরিষদ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছেন।

পত্রিকা-সম্পাদক—আলোচ্য বর্ষে বিশ্বকোষ-সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পত্রিকা-সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টায় এবং ঐকান্তিক অধ্যবসায়ের ফলে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তিনি স্বয়ং নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করিয়া এবং দেশের খ্যাতনামা লেখক মহাশয়দিগের নিকট হইতে প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া যথাকালে পরিষৎ পত্রিকা প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিশ্বকোষ সঙ্কলনরূপ গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি পরিষৎ পত্রিকার পুষ্টিসাধনে ও উন্নতি বিধানে এরূপ আন্তরিক যত্ন ও আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, এবং প্রাচীন শব্দ-সমিতি ও গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতির সম্পাদক ও নানা শাখা-সমিতির সদস্যরূপে এবং প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের জন্য এরূপ শ্রম-স্বীকার ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন যে, পরিষদ তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী হইয়াছেন।

গ্রন্থ-রক্ষক—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ভূতপূর্ব্ব গ্রন্থ-রক্ষক শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল-চন্দ্র বসু মহাশয়ই ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও অধ্যবসায়ে পরিষৎ পুস্তকালয়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তকালয়ের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা তাঁহারই শ্রম ও যত্নের সাক্ষাৎ ফল। পরিষদ তজ্জন্য গ্রন্থ-রক্ষক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছেন।

অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ—পরিষদের ধন-রক্ষক, আয়-ব্যয়-পরীক্ষক ও

সহকারী-সম্পাদকদ্বয় আলোচ্য বর্ষে স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালনে জাগরূক থাকিয়া পরিষদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

লেখক—আলোচ্য বর্ষে লেখক মহাশয় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া সম্পাদকের সকল বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। পরিষদ তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছেন।

পুস্তকালয়—আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পুস্তকালয়ে ৩০০ খানি পুস্তক ও পত্রিকার বিনিময়ে ৪২ দফা সাময়িক পত্র সংগৃহীত হইয়াছিল। সাময়িক পত্র বাঙ্গালা, ইংরাজী, সংস্কৃত ও উৎকল ভাষায় লিখিত। ১৩০৪ সালে পুস্তকালয়ে সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা ছিল ৪১২, আলোচ্য বর্ষে এই সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ৭১২ হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে যাঁহারা পরিষৎ পুস্তকালয়ে পুস্তক উপহার দিয়াছেন, নিম্নে তাঁহাদিগের নাম ও প্রদত্ত পুস্তকের সংখ্যা লিখিত হইল।

১।	শ্রীযুক্ত	জগবন্ধু মোদক	৫ খানি
২।	,,	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৬ ,,
৩।	,,	মতি লাল ঘোষ	৩ ,,
৪।	,,	ত্রৈলোক্য মোহন রায় চৌধুরী	১ ,,
৫।	,,	রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর	১২ ,,
৬।	,,	নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ	৪ ,,
৭।	,,	যতিন্দ্র মোহন সান্যাল	১ ,,
৮।	,,	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	১ ,,
৯।	,,	প্রবোধ চন্দ্র সরকার	১ ,,
১০।	,,	কামাক্ষাচরণ বন্দোপাধ্যায়	১ ,,
১১।	,,	হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী	১ ,,
১২।	,,	কিরণ চন্দ্র দত্ত	১ ,,
১৩।	,,	নগেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	২৪ ,,
১৪।	,,	যতীন্দ্রমোহন সিংহ	১ ,,
১৫।	,,	শিবকুমার দেবশর্ম্মা	১ ,,
১৬।	,,	রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী	১০ ,,
১৭।	,,	সুরেশচন্দ্র সরকার	১০২ ,,

১৮।	শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	১	খানি
১৯।	„ গোবিন্দানন্দ পরিব্রাজক	১	„
২০।	„ নগেন্দ্রনাথ বসু	২২	„
২১।	„ ললিত চন্দ্র মিত্র	১	„
২২।	„ গোবিন্দলাল মল্লিক	১	„
২৩।	মিউনিসিপাল বিল্ কমিটি	১	„
২৪।	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়	১	„
২৫।	„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত	২	„
২৬।	„ দীননাথ সেন	৫	„
২৭।	„ অনুপকৃষ্ণ মিত্র	২	„
২৮।	„ যদুনাথ মজুমদার	১	„
২৯।	„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১	„
৩০।	„ যশোদানন্দন প্রামাণিক	১	„
৩১।	„ দুর্গানারায়ণ সেন	১	„
৩২।	„ প্রমথনাথ মিত্র	১	„
৩৩।	„ মনোমোহন রায়	১	„
৩৪।	„ পাঁচকড়ি ঘোষ	১	„
৩৫।	„ অম্বিকাচরণ গুপ্ত	২	„
৩৬।	„ রজনীকান্ত গুপ্ত	১	„
৩৭।	„ দ্বিজেন্দ্রনাথ চৌধুরী	১	„
৩৮।	সভাবাজার দাতব্যসভা	১	রিপোর্ট।

এতদ্ব্যতীত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর কয়েক খানি প্রধান প্রধান সংবাদপত্র নিয়মিত রূপে পরিষৎ গ্রন্থালয়ে উপহার দিয়া পরিষদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

গ্রন্থোপহারদাতা সকলেই পরিষদের ধন্যবাদের পাত্র। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পরিষদের সভ্য নহেন, তাঁহাদের নিকট পরিষদ অধিকতর কৃতজ্ঞ। আশা করা যায়, পরিষদের অন্য অন্য গ্রন্থকার সভ্য মহোদয়গণ ইঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া পরিষৎ-পুস্তকালয়ের পুষ্টিসাধনে যত্নবান হইবেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্ব-প্রণীত রেখাক্ষর বর্ণমালা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি

উপহার প্রদান করিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পণ্ডিত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় ৯শম মাসিক অধিবেশনে পরিষদের উপস্থিত সদস্যগণকে স্ব-রচিত তিন খানি গ্রন্থ উপহার দিয়া পরিষদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন। যে সকল সাময়িক পত্রের পরিচালক মহোদয়গণ পরিষৎ পত্রিকার বিনিময়ে স্ব স্ব সাময়িক পত্র পরিষৎ-পুস্তকালয়ে প্রদান করিয়াছিলেন, পরিষদ তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-গ্রন্থালয় হইতে সভ্যবর্গের পাঠের জন্য ৫১ খানি পুস্তক ও ১৭ খানি সাময়িক পত্র বাহির হইয়াছিল, ইহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

বাঙ্গালা—৫৩, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা—৬, সংস্কৃত—১ এবং ইংরাজি—৮।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি পুস্তকালয় সম্বন্ধে দুইটি নূতন বিধি প্রণয়ণ করেন (১) পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা ও গ্রন্থাদির অন্ততঃ ৫ সংখ্যা পরিষৎ পুস্তকালয়ে রক্ষিত হইবে।

(২) উপহার প্রাপ্ত গ্রন্থের মধ্যে যে সকল গ্রন্থ রক্ষিত হইবার অনুপযুক্ত স্থির হইবে, সে সকল গ্রন্থ পরিষৎ পুস্তকালয়ে রক্ষিত হইবে না।

পুঁথি-সংগ্রহ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও পরিষদ পুঁথি সংগ্রহ বিষয়ে যত্নশীল ছিলেন। সভ্য মহোদয়দিগের যত্ন ও চেষ্টায় কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

পুঁথির নাম।	কাহার লিখিত।	সংগ্রাহকের নাম।
পদাবলী।	জগদানন্দ।	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ।
পদাবলী।	গোবিন্দ দাস	,, নবীন চন্দ্র সেন।
মহাভারত।	সঞ্জয় কবীন্দ্র	,, বিজয়কেশব মিত্র।
অপ্রকাশিত পদাবলী।	চণ্ডীদাস	,, নীলরতন মুখোপাধ্যায়।

এতদ্ব্যতীত পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া বহুল আয়াস ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া বিগত দুই বৎসরে নানা বিষয়ে প্রায় ৭০০ শত পুঁথি সংগৃহীত করিয়াছেন। পরিষদের অনুরোধ এই যে পরিষদের অন্যান্য সভ্য মহোদয়গণ নগেন্দ্র বাবুর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া পুঁথি সংগ্রহ বিষয়ে যত্নশীল হয়েন এবং সংগৃহীত পুঁথির সবিস্তার বিবরণ পরিষৎ পত্রিকায়

প্রকাশের জন্য প্রেরণ করেন। আলোচ্য বর্ষে পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ও শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ স্ব স্ব সংগৃহীত পুঁথির তালিকা পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত করিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় স্ব-সংগৃহীত সকল পুঁথিই পরিষদের কার্য্যে নিয়োজিত করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিয়া পরিষদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। তিনি পরিষৎ-পুস্তকালয়ে যে যে পুঁথি উপহার দিয়াছেন, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

	পুথির নাম	লেখক	নকলের সন।
১।	হরিশ্চন্দ্রের পালা	কবিচন্দ্র	১১৮৬
২।	প্রহ্লাদ চরিত্র	ঐ	
৩।	মদনমোহনের পালা	কমলাকান্ত	
৪।	কৈলাসের পালা	কবিচন্দ্র	
৫।	রাধার মানভঞ্জন	(অজ্ঞাত)	
৬।	গঙ্গার বন্দনা	কবিকঙ্কণ	
৭।	নাগপাশ পালা	কবিচন্দ্র	১৭৪৬ শক
৮।	কর্ণপর্ব্ব	কাশীদাস	১০৮০ সন
৯।	স্বর্গারোহণ পর্ব্ব	,,	১১০৩ ,,
১০।	শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান	কৃষ্ণদাস	১০৮৩ ,,
১১।	কংসবধ পালা	কবিচন্দ্র	১২২৯ ,,
১২।	প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা	নরোত্তম দাস	
১৩।	রাধিকামঙ্গল	কবিচন্দ্র	১২৪১ ,,
১৪।	গীতগোবিন্দ	জয়দেব	১৭১৮ শক
১৫।	বিদগ্ধমাধবের অনুবাদ	যদুনন্দন দাস	

বলা বাহুল্য এখনও অনেক বাঙ্গালা পুঁথি অজ্ঞাত অবস্থায় জীর্ণ শীর্ণ হইয়া কীটদষ্ট হইতেছে। পুঁথি সংগ্রহ কার্য্যের এই সূত্রপাত মাত্র; এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে।

আয় ব্যয়—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের মোট ২৩৩৫৮৶১০ টাকা আয় ও ২২২৩॥৵১০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ১৩০৪ সালে সর্ব্বশুদ্ধ ১৮৩৫৮৶১৫ আয়, ও ১৭৮৫।৶ ব্যয় হইয়াছিল। সর্ব্ববিধ ব্যয় বাদে বর্ষশেষে ১৬১॥৶১৫ টাকা মজুত ছিল। আয়-ব্যয়ের সবিশেষ বিবরণ (ক) চিহ্নিত ক্রোড়পত্রে দ্রষ্টব্য।

বেভরল সাহেবের অভিনন্দনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ পরিষদের সভ্যদিগের নিকট বিশেষ চাঁদা প্রার্থনা করা হইয়াছিল। সেই প্রার্থনানুসারে যাঁহারা এককালীন চাঁদা প্রদান করিয়াছিলেন, নিম্নে তাঁহাদিগের নাম ও চাঁদার পরিমাণ লিখিত হইল।

১।	শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু	১০৲
২।	,, নগেন্দ্রনাথ বসু	৫৲
৩।	,, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	২৫৲
৪।	,, ব্যোমকেশ মুস্তোফী	১৲
৫।	,, পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়	৫৲
৬।	,, চন্দ্রশেখর কালী	১৲
৭।	,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১০৲
৮।	,, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী	৫৲
৯।	,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১০৲
১০।	,, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৲
১১।	রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর	১৫৲
১২।	শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ	২৲
১৩।	,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	১৲
১৪।	,, মনোমোহন বসু	॥০

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতির তহবিল হইতে সমিতির ধন রক্ষক শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রাচীন পুঁথি মুদ্রণের জন্য গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে ২০০৲ দুই শত টাকা দিয়াছিলেন। ঐ ব্যয় বাদে উক্ত তহবিলে সম্প্রতি ৮১৬৫০ মজুত আছে।

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পুস্তকালয়ের জন্য যাঁহারা এককালীন দান

করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের নাম ও চাঁদার পরিমাণ নিম্নে লিখিত হইল। উক্ত দানের জন্য পরিষদ্ তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছেন।

১।	শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর	২৮৲
২।	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১০৲
৩।	" প্রতুলচন্দ্র বসু	৬৲
৪।	মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲
৫।	শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু	৫৲
৬।	" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৲
৭।	রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর	২৲
৮।	কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ	২৲

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ পুস্তকালয়ের জন্য সভ্য মহোদয়গণের নিকট বিশেষ চাঁদা সংগ্রহ করিয়া এক সেট এনসাইক্লোপিডিয়া ক্রয় করা হইয়াছিল। তজ্জন্য যাঁহারা চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও চাঁদার পরিমাণ নিম্নে লিখিত হইল।

১।	কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া	মাসিক ১৲ টাকা হিসাবে	১৫৲
২।	মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	"	১৫৲
৩।	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	"	১৫৲
৪।	শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	"	১৫৲
৫।	" সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ	"	১৫৲
৬।	" নগেন্দ্রনাথ বসু	মাসিক ॥০ হিসাবে	৭॥০
৭।	" লালগোপাল মিত্র	"	৭॥০
৮।	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	মাসিক ১৲ টাকা হিসাবে	১৫৲
৯।	" ডাক্তার চুনীলাল বসু	"	১৫৲
১০।	" পণ্ডিত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী	"	১৫৲
১১।	" নরেন্দ্রনাথ মিত্র	"	১৫৲
১২।	" পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	"	১৫৲
১৩।	" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	"	১৫৲

পারিতোষিক প্রবন্ধ—

(ক) যতীন্দ্রনাথ পুরস্কার—এই পুরস্কারের কথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিবরণীতে উল্লিখিত আছে। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ঐ নামে দুইটি পুরস্কার দিয়াছিলেন। পুরস্কার দুইটির পরিমাণ যথাক্রমে ৫০০ ও ২৫০ টাকা। প্রথম পুরস্কারটি অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে ও দ্বিতীয়টি প্রাচীন ও নব্য ন্যায় সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখকের প্রাপ্য। ১৩০৪ সালে ন্যায় বিষয়ক প্রবন্ধের পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল, ও শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়গণের মতানুসারে উক্ত ন্যায় বিষয়ক পুরস্কার, প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর তর্কতীর্থ মহাশয়কে দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে এই পুরস্কার তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। পুরস্কার প্রদানের জন্য পরিষদ্ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

অদ্বৈতবাদ বিষয়ে সর্ব্বসমেত চারিটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। প্রবন্ধলেখকগণের নাম যথাক্রমে শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন, এম, এ, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বেদান্ততীর্থ ও শ্রীযুক্ত তারক নাথ মুখোপাধ্যায়।

উক্ত প্রবন্ধ কয়টি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডি, এল্ ও শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়গণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া স্থির হইয়াছে যে, উক্ত পুরস্কার প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন ও শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বেদান্ততীর্থ মহাশয় দ্বয়কে তুল্যাংশে প্রদত্ত হইবে। পরীক্ষক মহোদয়গণ শ্রম ও আয়াস স্বীকার করিয়া উক্ত প্রবন্ধ-সমূহ পরিষদের পক্ষ হইতে পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন বলিয়া, পরিষদ তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছেন।

(খ) কৃষ্ণভাবিনী বসু মল্লিক পুরস্কার—এই পুরস্কার প্রবন্ধের বিষয় "আর্য্য হিন্দুজাতির সমাজ বন্ধন"। পুরস্কারের পরিমাণ ৫০০ পাঁচ শত টাকা এবং পরীক্ষক মহাশয়দিগের মতানুসারে প্রবন্ধ মুদ্রণের ব্যয় স্বরূপ ১৫০ দেড় শত টাকা। সর্ব্বসমেত উক্ত বিষয়ের ৮টি প্রবন্ধ সম্পাদকের হস্তগত হইয়াছে।

কৃষ্ণভাবিনী প্রবন্ধ লেখকগণের নাম।

শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল
শ্রীবিপিনমোহন সেন
শ্রীযোগেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীশ্যামানন্দ ভট্টাচার্য্য
শ্রীকৈলাস চন্দ্র কাঞ্জিলাল
এচ্, সি, বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ, উক্ত প্রবন্ধ সমূহের পরীক্ষাভার গ্রহণ করেন। পরীক্ষকত্রয়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু ও রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয়ের পরীক্ষাকার্য্য শেষ হইয়াছে। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় ৭ খানি প্রবন্ধ দেখিয়া দিয়াছেন। আর একখানি মাত্র অবশিষ্ট আছে। অতএব আশা করা যায় পরীক্ষাকার্য্য শীঘ্র শেষ হইয়া ফলাফল জানা যাইবে। পরীক্ষক মহোদয়গণ শ্রম ও আয়াস স্বীকার করিয়া উক্ত প্রবন্ধ-সমূহ পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

পারিতোষিকদাতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু মল্লিক মহাশয়ের বদান্যতা ও বিদ্যোৎসাহিতার জন্য পরিষদ তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছেন।

পরিষদের শাখা-সমিতি—পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনার্থ নানা বিষয়ে কয়েকটি বিভিন্ন শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকের নাম, উদ্দেশ্য, গঠন ও সংক্ষিপ্ত-কার্য্য-বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। ১৩০৪ সালের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষে পরিষদের সাধারণ-সম্পাদকই প্রত্যেক শাখা-সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত ছিলেন। ১৩০৪ সালে এই নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া এ বিষয়ে এইরূপ বিধান হইয়াছিল যে, প্রত্যেক শাখা-সমিতির আবশ্যক মত স্বতন্ত্র সভাপতি ও সম্পাদক পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে নিয়োজিত হইবেন। তদনুসারে আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন শাখা-সমিতি সমূহের ভিন্ন ভিন্ন সম্পাদক নিয়োজিত ছিলেন। কোন সমিতির ফলাফলের জন্য সেই সমিতির সম্পাদকই এখন দায়ী।

(১) গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতি—১৩০২ সালের ২৪শে আষাঢ়ের মাসিক অধিবেশনে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত প্রাচীনকাব্য ও অন্যান্য সারগর্ভ গ্রন্থ প্রকাশের নিমিত্ত এই সমিতির সৃষ্টি হয়। এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু। রাজা বিনয়কৃষ্ণদেব বাহাদুর ইহার ধন রক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এই সমিতির বর্ত্তমান সভ্যগণের নাম—

সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি, সহ-সভাপতিত্রয়, সম্পাদক, সহ-সম্পাদকদ্বয়, শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (ব্যারিষ্টর,) শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদক।)

১৩০৪ সালে সমিতির মন্তব্যানুসারে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল," ও "বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের" সম্পাদন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভারতের প্রথম খণ্ড দ্রোণপর্ব্ব পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডও মুদ্রিত হইতেছে। শীঘ্র মুদ্রণ কার্য্য শেষ হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইবে। দুর্গামঙ্গলের প্রতিলিপি মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য একখানি আদর্শ পুঁথির সন্ধান পাইয়া তাহা পরিষদের গোচর করেন, ঐ পুঁথি খানি সংগ্রহ করিতে না পারায় দুর্গামঙ্গলের প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। তিনি তৎসহ আদর্শ পুঁথির মেলন করিয়া দিতেছেন। এ কার্য্য শেষ হইলে দুর্গামঙ্গল মুদ্রণের ব্যবস্থা করা যাইবে। শ্রীযুক্ত নিবারণ ভট্টাচার্য্য এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া পরিষদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদনে এক খানি প্রাচীন পুঁথি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির নাম রসমঞ্জরী। ইহাতে নানা প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য হইতে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কবিতা-সমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী ও মহাভারতের সম্পাদন কার্য্যের ভার গ্রহন করাতে পরিষদ তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছেন।

৬। শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৭। „ „ বীরেশ্বর পাঁড়ে।
৮। „ „ ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।
৯। „ „ নগেন্দ্রনাথ বসু।
১০। „ „ চারুচন্দ্র ঘোষ।
১১। „ „ হারাণচন্দ্র রক্ষিত।
১২। „ „ বাণীনাথ নন্দী।
১৩। „ „ অতুলচন্দ্র গোস্বামী।
১৪। „ „ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির কার্য্য আর অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই; আদর্শ পুঁথির অভাব ও সম্পাদকের অসুস্থতা ইহার প্রধান কারণ।

সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের জনৈক বন্ধু কবিকঙ্কণচণ্ডী মুদ্রণের সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিতে সম্মত হইয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

এই সমিতির ব্যবহারের জন্য শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বসু মহাশয়-দ্বয় পুঁথি দিয়া পরিষদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

(৫) রামমোহনের রামায়ণ সমিতি—এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়-দ্বয় সম্পাদন কার্য্যে রামেন্দ্র বাবুর সহায়তা করিতেছেন। রামমোহনের রামায়ণের দুই খানি হস্ত লিখিত পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। এক খানি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বেলডাঙ্গা গ্রামে ৺গোবিন্দজীবন হাজরার বাটী হইতে পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত। দ্বিতীয় খানি গ্রন্থ-প্রণেতার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে এই সমিতির সম্পাদক কর্তৃক সংগৃহীত। ২য় গ্রন্থ খানি এক সময় গ্রন্থ-প্রণেতার নিজস্ব ছিল। ২য় পুঁথি খানি অবলম্বনে সম্পাদক উক্ত রামায়ণের মুদ্রণোপযোগী এক প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা পরিষৎ-কার্য্যালয়ে রক্ষিত আছে। রামমোহনের রামায়ণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ। পরিষদ্ অনেকগুলি প্রাচীনতর গ্রন্থের উদ্ধার সাধনে উদ্যোগী হইয়াছেন। ঐ সকল

অবিলম্বে প্রচার অত্যাবশ্যক। সেই জন্য আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ বাহনের রামায়ণ মুদ্রণের কোন ব্যবস্থা করেন নাই।

(৬) ঐতিহাসিক-সমিতি—১৩০৩ সালে পরিষদের পঞ্চম-মাসিক বেশন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবে ভারতবর্ষে প্রকাশে উল্লিখিত মুসলমান সম্রাটগণের নামের প্রকৃত বাঙ্গালা বর্ণযোজনা ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহের কাল নিরূপণ করিবার নিমিত্ত এই সমিতির সৃষ্টি হয়। এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়। ইহার বর্তমান সভ্যসংখ্যা ১৬ জন। নিম্নে সভ্যদিগের নাম প্রদত্ত হইল।

১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
২। „ ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্, এ।
৩। „ হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল।
৪। „ নগেন্দ্রনাথ বসু।
৫। „ রজনীকান্ত গুপ্ত।
৬। „ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।
৭। „ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
৮। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী।
৯। „ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
১০। „ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল।
১১। „ যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
১২। „ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।
১৩। „ কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়।
১৪। „ প্রমথনাথ মিত্র।
১৫। „ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।
১৬। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

এই সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের অসুস্থতা ও অনবসর হেতু আলোচ্য বর্ষে সমিতির কার্য্য আর অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই।

(৭) পরিভাষা-সমিতি—পরিষদের প্রথম বর্ষের তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে বিজ্ঞান, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি

বিষয়ের পারিভাষিক শব্দ প্রণয়নের নিমিত্ত এই সমিতির সৃষ্টি হয়। ইহার সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল মহাশয় ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, মহাশয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই সমিতির সভ্য আছেন—

১। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল, (সভাপতি)

২। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ডি, এল।

৩। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪। „ বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্, এ।

৫। „ শারদারঞ্জন রায় এম্, এ।

৬। „ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

৭। „ রজনীকান্ত গুপ্ত।

৮। „ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

৯। „ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ।

১০। „ মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১১। „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ।

ভৌগোলিক পরিভাষা পূর্ব্বে পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত ও সমালোচিত হয়। ঐ পরিভাষার নানা স্থলে সংশোধনের প্রয়োজন বোধ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অনেক ভৌগোলিক শব্দ তালিকায় স্থান না পাওয়ায় উহার অসম্পূর্ণতাও রহিয়াছে। পরিভাষা সমিতির সম্পাদক যে যে স্থলে সঙ্কলিত শব্দ অনুপযোগী বোধ হইয়াছে তাহার সংশোধনের প্রস্তাব করিয়া আর একটি বিস্তৃততর তালিকা প্রস্তুত করিয়া পরিভাষা সমিতির সভাপতি মহাশয়ের হস্তে ঐ তালিকা দিয়াছেন। সভাপতি মহাশয়ও তালিকাস্থিত পরিভাষার সংস্করণ কার্য্যে প্রবৃত্ত আছেন। সংস্কৃত ও সংশোধিত তালিকা শীঘ্রই মুদ্রিত ও সমিতির অন্যান্য সভ্যের নিকট প্রেরিত হইবে। তাঁহাদের মত প্রকাশের পর অনুমোদনার্থ সমিতির বিশেষ অধিবেশনের প্রয়োজন হইবে। আশা করা যায় আগামী বর্ষের মধ্যে ভৌগোলিক পরিভাষা সঙ্কলন কার্য্য শেষ হইবে। ওবেষ্টারের অভিধান হণ্টার সাহেবের ইম্পিরীয়াল গেজেটীয়ার ও অন্যান্য ভৌগোলিক গ্রন্থ অবলম্বনে ভৌগোলিক নামের তালিকা সঙ্কলনে সম্পাদক

সচেষ্ট আছেন। তালিকা সঙ্কলন সমাপ্ত হইলে ঐ সকল নাম বাঙ্গালায় অক্ষরান্তরিত করিবার প্রণালী সমিতি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে।

পরিভাষা সমিতির ও রসায়ন গ্রন্থ লেখকগণের সাহায্যার্থ জন ম্যাক্ সাহেবের প্রণীত প্রাচীন বাঙ্গালার রসায়নগ্রন্থে ব্যবহৃত রাসায়নিক শব্দের পরিভাষা মাঘ মাসের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক সঙ্কলিত রাসায়নিক পরিভাষা যাহা কিছু দিন পূর্ব্বে পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রদীপ পত্রে সমালোচিত হইয়াছে। প্রফুল্লবাবু ইংরাজী নামের বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় অনুবাদ সমর্থন করিয়াছেন।

পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধীয় পরিভাষা সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইতেছে। কার্য্য কতকদূর অগ্রসর হইয়াছে।

(৮) উদ্ভিদ-পরিভাষা-সমিতি—১৩০২ সালের দশম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে উদ্ভিদ্‌শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পরিভাষা স্থির করিবার জন্য এই সমিতি গঠিত হয়। এ সমিতির বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ এই সমিতির সভ্য আছেন—

১। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।
২। কবিরাজ শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ রায়।
৩। " " মনোমোহন সেনগুপ্ত কবিরত্ন।
৪। শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।
৫। " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ (সম্পাদক)।

ত্রিবেদী মহাশয় সম্পাদক হইবার পর এ বিষয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য উদ্ভিদ্ বিষয়ক গ্রন্থাদি ও অভিধান সংগ্রহ করিয়াছেন। কালাভাববশে সম্পাদক এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অবসর পান নাই।

(৯) ভাষা ও ব্যাকরণ-সমিতি—১৩০৪ সালের চতুর্থ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে উক্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করা, বিশেষ বিশেষ শব্দের বর্ণ-বিন্যাস যাহাতে একরূপ হয় তাহার ব্যবস্থা করা, ভাষার গাম্ভীর্য্য, লালিত্য ও

কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, রামমোহনের রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনের ভার ভিন্ন ভিন্ন শাখা-সমিতির উপর অর্পিত হইয়াছে। সম্পাদনকার্য্য অগ্রসর হইয়া মুদ্রণের উপযুক্ত হইলে গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতি ঐ ঐ গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা করিবেন।

(২) কৃত্তিবাসী রামায়ণ-সমিতি—কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি বিশুদ্ধ ও পাঠান্তরযুক্ত সংস্করণ প্রকাশিত করিবার জন্য ১৩০২ সালের ২৪শে আষাঢ় এই সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। সমিতির বর্ত্তমান সভ্যগণের নাম :—

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্।
২। " সারদারঞ্জন রায় এম্, এ।
৩। " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ।
৪। " অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল্।
৫। " নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্।
৬। " মনোমোহন বসু।
৭। " নগেন্দ্রনাথ বসু।
৮। " গোবিন্দলাল দত্ত।
৯। " চারুচন্দ্র ঘোষ।
১০। " শরচ্চন্দ্র সরকার।
১১। " রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ।
১২। " পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
১৩। " কুঞ্জলাল রায়।
১৪। " বিজয়কেশব মিত্র।
১৫। " অমৃতলাল বসু।
১৬। " হারাণচন্দ্র রক্ষিত।
১৭। " কৃষ্ণধন সেন বি, এ।

এই সমিতির সভ্যগণের যত্নে রামায়ণের অনেকগুলি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি ও প্রাচীন মুদ্রিত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৮০২ সালে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত রামায়ণ গ্রন্থ ও বহু প্রাচীন কয়েক কাণ্ডের হস্তলিখিত

পুঁথি সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। প্রাচীন পুঁথির মধ্যে ২ খানি উত্তরাকাণ্ডের পুঁথি, ১ খানি অযোধ্যাকাণ্ড ও ১ খানি লঙ্কাকাণ্ডের পুঁথি যথাক্রমে ১৫০২ শক, ১০০৯ সন ও ১০০৮ সনে লিখিত এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। আলোচ্য বর্ষে নগেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৩০০ বৎসরের অধিক প্রাচীন পুঁথিগুলির সাহায্যে অযোধ্যা, লঙ্কা ও উত্তরাকাণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। আদিকাণ্ডের এক খানি প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হইলেই কয়েককাণ্ড মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারিবে। আলোচ্য বর্ষে অনেক চেষ্টা করিয়াও আদিকাণ্ডের পুঁথি সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। আশা করা যায় আগামী বর্ষে রামায়ণের কয়েক কাণ্ড মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইবে।

(৩) কাশীরামী মহাভারত-সমিতি—কাশীরামী মহাভারতের প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করিয়া একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করা এই সমিতির উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সমিতির সম্পাদক। ১৩০২ সালে মহাভারত সম্পাদনের ভার পরিষৎ প্রফুল্ল বাবুর উপর অর্পিত করিয়া তাঁহার সহকারীরূপে শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়দ্বয়কে নিযুক্ত করেন। এই তিন জন সভ্য লইয়া এই সমিতি গঠিত। আলোচ্য বর্ষে কয়েক খানি পুঁথি পরিষদের সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে নানা কারণে এই সমিতির কার্য্য অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই।

(৪) কবিকঙ্কণচণ্ডী সমিতি—১৩০৩ সালে কবিকঙ্কণচণ্ডীর বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রণয়নের ভার প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের উপর অর্পিত হয় ও তাঁহার সাহায্যার্থ একটি সমিতি গঠিত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই সমিতির সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।—

১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি (সম্পাদক)।
২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
৩। শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ গুপ্ত।
৪। „ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।
৫। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী।

বিশুদ্ধি কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে তাহার সমালোচনা করা, যে সকল বৈদেশিক শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং যে সকল প্রাদেশিক শব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রচলিত আছে, তাহার তালিকা সঙ্কলন করা—প্রধানতঃ এই সমিতির উদ্দেশ্য। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়। যাঁহারা এই সমিতির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে লিখিত হইল—

১। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২। „ রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর।
৩। „ অক্ষয়চন্দ্র সরকার।
৪। „ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
৫। „ চন্দ্রনাথ বসু।
৬। „ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৭। „ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৮। „ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।
৯। শ্রীযুক্ত মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
১০। „ চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ।
১১। „ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
১২। „ বীরেশ্বর পাঁড়ে।
১৩। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
১৪। „ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।
১৫। „ অমৃতলাল বসু।
১৬। „ উমেশচন্দ্র বটব্যাল।
১৭। „ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।
১৮। „ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।
১৯। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
২০। „ রজনীকান্ত গুপ্ত।
২১। „ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।
২২। „ নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

১৩০৪ সালে সম্পাদক মহাশয় ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া সদস্য মহোদয়গণের মতামতের জন্য পাঠাইয়াছিলেন ঐ সঙ্গে সমিতির সদস্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক লিখিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ বিষয়ক একটি প্রস্তাব প্রেরিত হইয়াছিল। বিচার্য্য বিষয় কয়েকটি সম্বন্ধে আলোচনার্থে কয়েক জন মাত্র সদস্য মহোদয়গণ অভিমত প্রকাশিত করিয়াছেন। অন্যান্য সদস্যদিগের মতামত সম্পাদক মহাশয়ের হস্তগত হইলে তিনি এ বিষয়ে যথাকর্তব্য করিবেন।

(১০) প্রাচীন-শব্দ-সমিতি—১৩০৪ সালের ষষ্ঠ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমিতির উদ্দেশ্য সংস্কৃত ও প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ হইতে দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক শব্দ সঙ্কলন করিয়া প্রাচীন কালে ব্যবহৃত দ্রব্যাদির নাম বিবরণ পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি নির্ণয় করা। সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। যাঁহারা সমিতির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন নিম্নে তাঁহাদিগের নাম লিখিত হইল।

১। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু
২। „ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৩। „ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
৪। „ রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর।
৫। „ অক্ষয়চন্দ্র সরকার।
৬। „ চন্দ্রনাথ বসু।
৭। „ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।
৮। „ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
৯। „ অতুলচন্দ্র গোস্বামী।
১০। „ হারাণচন্দ্র রক্ষিত।
১১। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
১২। „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।
১৩। „ তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।
১৪। „ ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

১৫। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
১৬। „ কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ।
১৭। „ কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়।
১৮। „ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১৯। „ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২০। „ ডাক্তার চুণীলাল বসু।
২১। „ ব্যোমকেশ মুস্তফি।
২২। „ কানাইলাল ঘোষাল।
২৩। „ দীনেশচন্দ্র সেন।
২৪। „ প্রমথনাথ মিত্র।
২৫। „ রসিকলাল ঘোষ।
২৬। „ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।
২৭। „ ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ন।
২৮। „ বীরেশ্বর পাঁড়ে।

সমিতির সদস্য মহোদয়গণ স্ব স্ব রুচি অনুসারে কিরূপে বিষয় বিভাগ করিয়া লইয়াছেন, তাহা নিম্নোক্ত তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(দার্শনিক শব্দ)।
„ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী—(সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে সকল প্রকার শব্দ)।
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—(সংস্কৃত ও বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে দার্শনিক শব্দ)।
„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—(অধুনা অপ্রচলিত বাঙ্গালা শব্দ)।
„ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ—(সকল প্রকার শব্দ)।
„ রসিকলাল ঘোষ—(কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ক শব্দ)।
„ কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়— „ „
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্—(দার্শনিক শব্দ)।
„ কানাইলাল ঘোষাল—(দেশজ শব্দ এবং Phrases & idioms

আলোচ্য বর্ষের ২২শে ফাল্গুন তারিখে এই সমিতির একটী অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে সদস্যগণের মধ্যে শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ শ্রীহরেকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকানাইলাল ঘোষাল শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফি শ্রীমধুসূদন গোস্বামী

শ্রীযুক্ত কুমার মুখোপাধ্যায় ও সমিতির সম্পাদক মহাশয় যে যে বিষয়ে যতদূর শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার বিবরণ প্রদত্ত হয়। এ সমিতির কার্য্য অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই।

প্রাচীন-সাহিত্য সমিতি—আলোচ্য বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে উক্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমিতির উদ্দেশ্য প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়। যাঁহারা এই সমিতির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন নিম্নে তাঁহাদের নাম লিখিত হইল।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী,	শ্রীবলাই চাঁদ গোস্বামী,
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী,	শ্রীকালিদাস নাথ,
শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি,	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত,
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু,	শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী,
শ্রীরসিকমোহন চক্রবর্ত্তী,	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর,	শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার,
শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী,	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
মহাঃ শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী,	শ্রীমধুসূদন গোস্বামী, (বৃন্দাবন)
পণ্ডিত মদনগোপাল গোস্বামী,	শ্রীমধুসূদন গোস্বামী, (ঢাকা)
শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী,	শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত,
শ্রীসত্যপ্রসাদ শাস্ত্রী,	শ্রীরসিকলাল ঘোষ,
শ্রীকেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ,	শ্রীঅমৃতলাল বসু,
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, (সম্পাদক)
মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,	

আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির ৩টি অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনার পর মফস্বলের নানা স্থান হইতে পুঁথির বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য একটী মুদ্রিত বিজ্ঞাপন প্রেরিত হয়। তদনুসারে কয়েক স্থান হইতে প্রাচীন পুঁথির বিবরণ পাওয়াগিয়াছে। সমিতির কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার জন্য সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবমতে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি ৬ মাসের জন্য মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে এক জন

লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। ইনি নানাস্থানে ভ্রমন করিয়া প্রাচীন্ পুঁথির বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং পদকর্ত্তা জগদানন্দের কয়েকটী অজ্ঞাত মনোহর পদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন।

গ্রন্থ সমিতি—আলোচ্য বর্ষের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় বঙ্গভাষায় নানা বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থরচনার পরিষদ হইতে বাবস্থা করিবার জন্য একটী প্রস্তাব উপস্থিত করেন। ঐ প্রস্তাবের বিষয় বিচার করিবার জন্য পরিষদ একটী অস্থায়ী শাখা-সমিতি নিযুক্ত করেন যাঁহারা ঐ সমিতির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন, নিম্নে তাঁহাদের নাম লিখিত হইল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।
শ্রীমনোমোহন বসু।
শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
মহাঃ শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।
শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।
রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী।
শ্রীশিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফি।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। (সম্পাদক)

সমিতির যত্নে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ নানা বিষয়ে গ্রন্থরচনা করিবার ভার গ্রহণ করিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আশা করা যায়, তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ-সমূহ দ্বারা বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইবে।

(১) মহাঃ শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী—
নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম।

(২) শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী—
ন্যায় ও বেদান্ত।

(৩) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু—
বাঙ্গালার ইতিহাস, হিন্দু ও বৌদ্ধ অধিকার।

(৪) শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত—

শিকজাতির অভ্যুত্থান ও অধঃপতন।

(৫) শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—

আকবর।

(৬) শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী—

দর্ম্মপদ (অনুবাদ)।

(৭) শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত—

সাংখ্য।

(৮) শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—

রাজপুতজাতির অভ্যুত্থান ও পতন।

(৯) শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—

বিজ্ঞান।

(১০) শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ—

বৈশেষিক দর্শন।

(১১) ব্যোমকেশ মুস্তফি—

পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ব।

শাখা-সমিতির সম্পাদক ও সদস্য মহাশয়গণ পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনার্থ শ্রম ও আয়াস স্বীকার করিয়া পরিষদ্‌কে ঋণী করিয়াছেন। পরিষদ্ এই অবসরে গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রাচীন শব্দ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে, কৃত্তিবাস-সমিতির ও গ্রন্থ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে, কাশীদাসী-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে, পরিভাষা উদ্ভিদ্ ও রামমোহনের রামায়ণ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে, ঐতিহাসিক এবং কবিকঙ্কণ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়কে, ভাষা ও ব্যাকরণ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়কে এবং প্রাচীন সাহিত্য-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়কে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিতেছেন।

উপসংহার—পরিশেষে পরিষদের সভ্য, কর্ম্মকারক সহানুভূতিকারক ও অনুগ্রাহকবর্গের যথাযোগ্য ধন্যবাদ ও প্রীতি সম্ভাষণ করিয়া পঞ্চম বৎসরের কার্য্য

বিবরণ সমাপ্ত করা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর আশ্রয় দান ও নানা বিষয়ে সহায়তা করিয়া এই সাহিত্য পরিষদকে রক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও উৎসাহের ফলে ইহা দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার নিকট পরিষদ বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ আছেন এবং এই অবসরে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছেন।

পরিষদ এখনও শিশুকাল অতিক্রম করেন নাই। ইহারই মধ্যে পরিষদ্ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের নানা হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র অনন্ত বিস্তৃত। বিবিধ শাস্ত্রের পরিভাষা সঙ্কলন, প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যাদির সংগ্রহ ও প্রকাশ, বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়ন, ভাষান্তর হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির অনুবাদ, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি সকল প্রকার সাহিত্যের আলোচনা, এ সকলই পরিষদের বিরাট উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূত। পরিষদ্ এ পর্য্যন্ত যে কয়টি বিষয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার প্রত্যেকটিই বহু শ্রম, ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ। তাহাদিগের অনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত হইলে যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অজস্র কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এখনও যে পরিষদ আরব্ধ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি সাধন করিতে পারেন নাই, বিবিধ কার্য্যে প্রযুক্ত চেষ্টার সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই তাহাতে ক্ষোভ বা বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। পরিষদ্ অক্ষুণ্ণ উৎসাহে নব অনুরাগ ও উদ্যম সহকারে ষষ্ঠ বর্ষের কার্য্যারম্ভ করিতেছেন। এক্ষণে দেশের বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণ এই পরিষদের প্রতি সস্নেহ ও সানুকূল দৃষ্টিপাত করেন এবং পরিষদের প্রবর্ত্তিত সদনুষ্ঠান সমূহে উৎসাহ ও ঐকান্তিকতার সহিত যোগদান করেন ইহাই তাঁহাদিগের নিকট সবিনয় প্রার্থনা।

সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয়	কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অনুমতিক্রমে
১০৬।১ নং গ্রেষ্ট্রীট	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
৩০শে চৈত্র, ১৩০৫ সাল।	অবৈতনিক সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩০৫ সালের বার্ষিক আয় ব্যয় বিবরণী।

১৩০৫ সালের বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
মাসিক চাঁদা প্রাপ্তি	১২৬০৸৶	বেতন	৩০৯
প্রবেশিকা প্রাপ্তি	৩৫৲	পত্রিকা মুদ্রণ	৪১৫৶৫
পত্রিকার মূল্য প্রাপ্তি	১৫১৵১০	বিবিধ	১৭৮।৵১
এককালীন চাঁদা প্রাপ্তি	৫১৲	ডাকমাশুল	১৩৭৸৶১০
যতীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তি	২৫০৲	পুস্তক খরিদ	১১৩ ১০
হাওলাত জমা	১৫০৲	সরঞ্জামী	২৭৲
গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতির চাঁদা প্রাপ্তি	২২৫৲	হীরকজুবিলীর বাকি ব্যয়	৫০৲
বেঙ্গল পার্টির চাঁদা প্রাপ্তি	৮৩॥০	বিবিধ মুদ্রণ ব্যয়	৭॥০
এনসাইক্লোপিডিয়ার চাঁদা প্রাপ্তি	৯॥০	যতীন্দ্র পুরস্কার	২৫০৲
ফেরত জমা	৪৲	হাওলাত শোধ	২৫০৲
		প্রাচীন সাহিত্য-সমিতি	৩০৲
		বেঙ্গল পার্টির ব্যয়	২৩৫॥১৫
	২৩৩৫৸৵১০	গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতি	২২৫৲
			২২২০॥৵১০

১৩০৪ সালের জের মজুত	৪৬।৶১৫
১৩০৫ সালের জমা (আয়)	২৩৩৫৸৵১০
	২৩৮২।৵ ৫
১৩০৫ সালের খরচ	২২২০॥৵১০
	১৬১॥৶১৫
বর্ষশেষে মজুত	১৬১॥৶১৫

শ্রীবাণীনাথ নন্দী
হিসাব পরীক্ষক

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নিয়মাবলী।

সন ১৩০৩ সাল।

সভার উদ্দেশ্য ও নাম।

১। বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতি সাধনই পরিষদের উদ্দেশ্য। সভার নাম—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্।

২। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ নিম্নলিখিত ও আবশ্যক হইলে তদতিরিক্ত উপায় সমূহ অবলম্বিত হইবে। যথা,—

(ক) বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন।

(খ) বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক শব্দের পরিভাষা সঙ্কলন।

(গ) প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যাদির সংগ্রহ ও প্রকাশ।

(ঘ) ভাষান্তর হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির অনুবাদ প্রকাশ।

(ঙ) দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস কাব্য প্রভৃতি সকল প্রকার সাহিত্যের আলোচনা ও সেই সেই বিষয়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির প্রকাশ।

(চ) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা নামে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রচার। পত্রিকাখানি আবশ্যক মত মাসিক বা ত্রৈমাসিক হইবে।

উপরোক্ত বিষয় সমূহ সম্বন্ধে যখন যাহা সংগৃহীত হইবে, তখন তাহা পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। কিন্তু আবশ্যক বোধ হইলে সংগৃহীত বিষয় সকল পত্রিকায় প্রকাশিত না হইয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতে পারিবে। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সম্মতি ভিন্ন কোন জীবিত গ্রন্থকারের গ্রন্থাদির আলোচনা বা সমালোচনা হইবে না।

পরিষদের অধিবেশন।

৩। কলিকাতার অন্তর্গত সভাবাজারস্থ ১০৬।১ নং গ্রে-ষ্ট্রীট সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে প্রতি মাসের শেষ

সপ্তাহের রবিবারে বা অসুবিধা হইলে অন্যবারে অপরাহ্নে সম্পাদকের আহ্বান মতে সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। তদ্ভিন্ন কোন বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, অথবা অন্ততঃ দশজন সভ্য হেতু নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পত্র দ্বারা অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, সম্পাদকের আহ্বানে বিশেষ সাধারণ সভা আহূত হইবে। অনিবার্য্য কারণে কোন মাসিক অধিবেশন স্থগিত থাকিতে পারিবে।

৪। পরিষদের কার্য্য বিবরণ উক্ত পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৫। দ্বাদশ জন সভ্য উপস্থিত হইলে পরিষদের কার্য্যারম্ভ হইবে।

৬। মাসিক অধিবেশনে প্রধানতঃ "সাহিত্যাদি" সম্বন্ধে আলোচনা হইবে।

৭। সভাপতি পরিষদের কার্য্যারম্ভের অনুমতি প্রদান করিলে নিম্নলিখিত প্রকারে কার্য্য আরম্ভ হইবে।

[ক] পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ ও অনুমোদন।

[খ] যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচন।

[গ] সভার বিজ্ঞাপিত কার্য্য।

[ঘ] কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কিম্বা সভাপতি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত কোন বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ।

৮। কোন বিষয়ের বিচার বা আলোচনার সময়ে কোন সভ্য, সেই বিষয় সম্বন্ধে একবার এবং প্রস্তাবক দুইবারের অধিক বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবেন না। তবে অধিকাংশ সভ্যের মত বা সভাপতির অনুমতি পাইলে, এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে।

সভ্য।

১। বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী, শিক্ষিত বা সাহিত্য সংসারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, ব্যক্তিমাত্রই পরিষদের সাধারণ সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। নির্ব্বাচনের প্রণালী এইরূপ হইবে। পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে তাঁহার নির্ব্বাচন

একজন সভ্য কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত অপর সভ্য কর্ত্তৃক সমর্থিত এবং সভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে তিনি সাধারণ সভ্যরূপে গণ্য হইবেন।

৯ [ক]।—যথারীতি নির্ব্বাচনের পর সম্পাদক নির্ব্বাচিত ব্যক্তির নিকট তাঁহার নির্ব্বাচন সংবাদ ও তৎসহ সেই সময়ের প্রচলিত নিয়মাবলী এক খণ্ড পাঠাইবেন।

৯ [খ]—উক্ত ব্যক্তি তাঁহার নির্ব্বাচন সংবাদ প্রাপ্তির এক মাস মধ্যে প্রবেশিকা প্রদান না করিলে সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইবেন না এবং সভ্যের কোন অধিকার প্রাপ্ত হইবেন না।

১০। পরিষদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রত্যেক সাধারণ সভ্যকে প্রবেশিকা ১৲ এক টাকা এবং মাসিক অন্ততঃ ।৹ আট আনা করিয়া চাঁদা দিতে হইবে।

১১। খ্যাতনামা লেখকগণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। নির্ব্বাচনের প্রণালী এইরূপ হইবে। অন্যূন পাঁচজন সভ্য কোন ব্যক্তিকে বিশিষ্ট সভ্য করিবার প্রস্তাব পত্রদ্বারা জানাইলে, পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে ঐ প্রস্তাব 'ব্যালট' দ্বারা বিবেচিত হইবে। যদি সভা ঐ প্রস্তাবের অনুমোদন করেন তবে প্রস্তাবিত সভ্যের নাম পত্র দ্বারা সমস্ত সভ্যের নিকট প্রেরিত হইবে। তাঁহাদের নিকট হইতে যে সকল পত্র পাওয়া যাইবে, তাহার ¾ অংশের সম্মতি অনুসারে সেই সভ্যকে বিশিষ্ট সভ্য রূপে নির্ব্বাচিত করা হইবে।

১১ (ক)। বিশিষ্ট সভ্যের সংখ্যা ১২ জনের অধিক হইবে না।

১২। পরিষদ কর্ত্তৃক যাহা কিছু মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে, প্রত্যেক সভ্য তাহার এক এক খণ্ড বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু সাহিত্যাদি বিষয়ে যাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে, তাহা এ নিয়মের অন্তর্গত নহে। সম্পাদকের নিকট পত্র বা মৌখিক প্রশ্ন দ্বারা সভার অবস্থা, বিধি ব্যবস্থা ও অন্যান্য সংবাদ জ্ঞাত হইবার এবং সভার কার্য্যালয়ে স্বয়ং আসিয়া সম্পাদকের সম্মতিক্রমে হিসাব ও গ্রন্থাদি দেখিবার অধিকার সকল সভ্যেরই রহিবে।

১৩। কোন সভ্যের দেয় টাকা ছয় মাস কাল অদত্ত থাকিলে, তাঁহার

নাম কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সম্মতিক্রমে সভার তালিকা হইতে উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

পরিষদের পরিপোষক।

১৪। পরিষদ ইচ্ছা করিলে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে পরিপোষক মনোনীত করিতে পারিবেন।

পরিষদের কর্ম্মচারী ইত্যাদি।

১৫। পরিষদের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহার্থ সাধারণ সভা কর্ত্তৃক সভ্য-শ্রেণী হইতে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ এক বৎসরের নিমিত্ত নিযুক্ত হইবেন।

সভাপতি	১ জন
সহকারি সভাপতি	৩ জন
সম্পাদক	১ জন
সহকারি সম্পাদক	২ জন
পত্রিকা সম্পাদক	১ জন
কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য	১২ জন
আয় ব্যয় পরীক্ষক	২ জন
ধনরক্ষক	১ জন
গ্রন্থরক্ষক	১ জন।

এই নিয়োগ কার্য্য সাধারণতঃ চৈত্র মাসের অধিবেশনে সম্পন্ন হইবে। কেবল কোন কর্ম্মচারীর পদ শূন্য হইলে, অন্য মাসের অধিবেশনেও সেই পদে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

১৬। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির বারজন সভ্য এইরূপে নিযুক্ত হইবেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যেরা, আপনাদিগের মধ্য হইতে চারিজনকে মনোনীত করিবেন।—যদি উক্ত চারিজনের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তি কোন কারণে পদ গ্রহণ করিতে না পারেন, তবে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি পুনর্ম্মনোনয়ন দ্বারা সেই সংখ্যা পূরণ করিবেন।

অবশিষ্ট আটজনের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বিত হইবে ;—

ফাল্গুন মাসের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে সম্পাদক, পরিষদের প্রত্যেক সভ্যকে পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তিনি এই সমিতির সভ্য হইতে সম্মত আছেন কি না ও সম্মত থাকিলে দুই সপ্তাহ মধ্যে পত্র দ্বারা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিবেন। যাঁহারা সম্মত বলিয়া উত্তর দিবেন, তাঁহাদের নামের একখানি তালিকা মুদ্রিত করিয়া চৈত্রের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে প্রতি সভ্যের নিকট এই প্রার্থনা সহকারে প্রেরিত হইবে যে, ঐ তালিকার মধ্যে তাঁহার মনোনীত আটজনের নামের পার্শ্বে নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া চৈত্রের দ্বিতীয় সপ্তাহ মধ্যে যেন সভাপতির নামে পাঠাইয়া দেন ; অথবা চৈত্রের সাধারণ মাসিক অধিবেশনে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সভাপতির হস্তে অর্পণ করেন। যে আটজনের নামে অধিকাংশ সভ্যের মত পাওয়া যাইবে, তাঁহারাই নির্ব্বাচিত হইবেন।—যদি উক্ত আটজনের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তি কোন কারণে পদ গ্রহণ করিতে না পারেন, তবে নির্ব্বাচনে যিনি নবম অথবা যাঁহারা নবম দশমাদি স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারা যথাক্রমে নির্ব্বাচিত হইবেন।

বর্ষারম্ভের পর যদি কোন কারণে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির পদ শূন্য হয়, তবে পরিষদের পরবর্ত্তী সাধারণ অধিবেশনে ঐ পদ পূরণ করিতে হইবে।

১৭। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির মনোনীত ও নির্ব্বাচিত সভ্যগণের মধ্যে যে কেহ যদি ক্রমান্বয়ে চারিমাস কাল অধিবেশনে অনুপস্থিত হয়েন, তবে তাঁহার পদ শূন্য হইবেন।

১৮। পরিষদের সভাপতি, সহকারি সভাপতিত্রয়, সম্পাদক, সহকারি-সম্পাদকদ্বয়, পত্রিকা সম্পাদক, ধনরক্ষক ও গ্রন্থরক্ষক কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যরূপে গণ্য হইবে।

১৯। পরিষদের সভাপতি, সহকারি সভাপতিত্রয়, সম্পাদক এবং সহকারি-সম্পাদকদ্বয় কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সেই সেই পদে নিযুক্ত থাকিবেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সভ্য-মণ্ডলী হইতে মনোনীত হইয়া সেই দিবসের অধিবেশনে নিমিত্ত একজন সভাপতি হইবেন ও একজন সম্পাদকের কার্য্য করিবেন।

সভাপতির অধিকার।

২০। কোন বিষয়ে মত গ্রহণ কালে দুই পক্ষে সভ্য সংখ্যা সমান হইলে, সভাপতির একটী অতিরিক্ত মত দিবার ক্ষমতা থাকিবে।

সম্পাদকের কার্য্য ও অধিকার।

২১। সম্পাদক প্রত্যেক অধিবেশনের সময় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক অন্ততঃ ৪ দিন পূর্ব্বে পত্র দ্বারা সভ্যগণকে জ্ঞাপন করিবেন।

২২। সম্পাদক, পরিষদের সভ্য বা অন্যের প্রেরিত পত্রাদি প্রাপ্ত হইলে তৎসম্বন্ধে আপন বিবেচনানুসারে বা কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির মতানুসারে কার্য্য করিয়া তাহার ফল পত্রপ্রেরককে জানাইবেন।

২২ (ক)। কিন্তু অন্যূন দশজন সভ্য উক্ত পত্রাদি সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত করিবার জন্য পত্রদ্বারা অনুরোধ করিলে সম্পাদক কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির মন্তব্য সহ তাহা সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন।

২৩। সম্পাদক তিন মাস অন্তর পরিষদের আয়-ব্যয়-বিবরণী প্রস্তুত করিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে উপস্থিত করিবেন।

২৪। সম্পাদক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্দেশানুযায়ী নিয়মিত ব্যয় ব্যতীত ১০৲ দশ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় নিজে করিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত সমিতির পরবর্ত্তী অধিবেশনে ঐ ব্যয় অনুমোদন করাইয়া লইবেন।

২৫। যদি কোন অনিবার্য্য কারণে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির মত না লইয়াই সম্পাদককে কোন কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে তিনি তদ্রূপ করিয়া পরে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক ঐ কার্য্য অনুমোদিত করাইয়া লইবেন।

২৬। সম্পাদক, চৈত্র মাসের সাধারণ অধিবেশনের পূর্ব্বে, পরিষদের বাৎসরিক আয় ব্যয় তালিকা প্রস্তুত করিয়া নিজের ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভাপতির স্বাক্ষর এবং আয় ব্যয় পরীক্ষকদিগের মন্তব্য সহ তাহা ঐ অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন। সেই সঙ্গে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অনুমোদিত বার্ষিক বিবরণীও দিবেন

২৭। পরিষদের নিমিত্ত অভিপ্রেত অর্থাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

ধনরক্ষকের কার্য্য ও অধিকার।

২৮। পরিষদের প্রাপ্ত অর্থ যে সূত্রে যথা হইতে আসুক, সমস্তই ধনরক্ষকের নিকট পরিষদের তহবিলে জমা হইবে। মাসিক খরচ বাদে ২০০৲ দুই শত টাকা উদ্বৃত্ত হইলে তাহা তিনি নিজ নামে বেঙ্গলব্যাঙ্কে জমা রাখিবেন।

২৯। পরিষদের সম্পাদকের স্বাক্ষরিত নিদর্শন পত্র (ভাউচার) ভিন্ন ধনরক্ষক কাহাকেও কিছু দিবেন না এবং কোনরূপ ব্যয় করিবেন না।

আয় ব্যয় পরীক্ষকের কার্য্য ও অধিকার।

৩০। পরিষদের চৈত্রমাসের অধিবেশনের পূর্ব্বে আয়-ব্যয়-পরীক্ষক মহাশয়দ্বয় সাম্বৎসরিক আয়-ব্যয় হিসাবের পরিদর্শন শেষ করিয়া তৎসম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়া দিবেন। উক্ত মন্তব্য বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশিত হইবে।

পত্রিকা সম্পাদকের কার্য্য ও অধিকার।

৩১। পত্রিকা সম্পাদক, পরিষৎ পত্রিকার উদ্দেশ্য ও দ্বিতীয় নিয়মান্তর্গত বিভাগাদি স্মরণ রাখিয়া ৩৪ নিয়মের বিধানানুসারে যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। পত্রিকার মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যের সমস্ত ভার পত্রিকা সম্পাদকের উপর অর্পিত থাকিবে। সভাপতি ও সম্পাদকের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখকদিগকে পারিশ্রমিক স্বরূপ অর্থদান করিতে পারিবেন।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি।

৩২। পরিষদের পুস্তকালয়ের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আবশ্যকমত সমস্ত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৩৩। পরিষদ্ যে গ্রন্থের সংস্করণ ভার, যে সভ্যের বা যে শাখা সমিতির উপর অর্পণ করিবেন, সেই সভ্য বা সমিতি, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সহিত পরামর্শ করিয়া তাহা সম্পন্ন করিবেন।

৩৪। পরিষদের সমস্ত কার্য্যই কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ ও কর্তৃত্বে নির্ব্বাহিত হইবে।

৩৫। প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার এই সমিতির অধিবেশন হইবে। তদ্ভিন্ন প্রয়োজন হইলে, কিম্বা দুই জন মাত্র সভ্য হেতু নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পত্র দ্বারা প্রার্থনা করিলে অতিরিক্ত অধিবেশন হইতে পারিবে।

৩৬। পাঁচ জন সভ্য উপস্থিত হইলে, সমিতির কার্য্যারম্ভ হইবে।

৩৭। পরিষদের কার্য্য সম্যক্রূপে নির্ব্বাহার্থ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি প্রয়োজনানুসারে উপযুক্ত বেতনে কর্ম্মচারী ও ভৃত্যাদি নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

শাখা-সমিতি।

৩৮। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনার্থ পরিষদ্ সময়ে সময়ে অস্থায়ী "শাখা-সমিতি" গঠন করিবেন বা ব্যক্তিবিশেষের উপর ঐ উদ্দেশ্য সাধনের ভার অর্পণ করিবেন। শাখা-সমিতিতে পরিষদের সভ্য ব্যতীত অপর অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ পক্ষে কোন বাধা থাকিবে না।

৩৯। প্রত্যেক শাখা-সমিতির অধিবেশন, পরিষদের কার্য্যালয়ে বা আবশ্যকমত অন্যত্র হইবে।

৪০। প্রত্যেক শাখা-সমিতির কার্য্যফল প্রয়োজনানুরূপ কার্য্য বিবরণে প্রকাশিত হইবে। এবং তিন মাস অন্তর সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত করা হইবে।

৪১। প্রত্যেক শাখা-সমিতির আবশ্যক মত স্বতন্ত্র সভাপতি ও সম্পাদক পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে নিয়োজিত হইবেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকালয়।

নিয়মাবলী।

১৩০৬ সাল।

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংক্রান্ত পুস্তকালয়ের নাম—সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকালয়।

২। নির্দ্দিষ্ট দিবস ভিন্ন পুস্তকালয় প্রত্যহ প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত সাধারণের জন্ত খোলা থাকিবে।

৩। পরিষদের সদস্যগণ পুস্তকালয় হইতে পুস্তক লইতে পারিবেন। কিন্তু কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অনুমতি ভিন্ন কলিকাতার বাহিরে পুস্তক পাঠান হইবে না।

৪। কেহ এককালীন এক খণ্ডের অধিক পুস্তক লইতে পারিবেন না। সাময়িক পত্রিকা পুস্তকের অন্তর্গত।

৫। নিম্নে নির্দ্ধারিত সময়ের অধিক দিন কেহ পুস্তকাদি রাখিতে পারিবেন না।

সাময়িক পত্রিকা :—

ত্রৈমাসিক	,,	৬ দিন
মাসিক	,,	৪ দিন
সাপ্তাহিক বা দৈনিক		১ দিন।

পুস্তক :—

নাটক নভেল	১০ দিন।
অন্যান্ত পুস্তক	১৫ দিন।

৬। কেহ উপর্য্যুপরি দুইবারের অধিক একই পুস্তক লইতে পারিবেন না।

৭। কেহ পুস্তক কোনরূপে হারাইলে বা নষ্ট করিলে সেই পুস্তকের নূতন অবস্থার মূল্য দিতে হইবে।

৮। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সম্মতি ভিন্ন নিম্নলিখিত পুস্তক, পুস্তকালয় হইতে বাহির হইবে না।

(ক) বিশ্বকল্পদ্রুম, অভিধান।

(খ) সাময়িক পত্রের শেষ প্রকাশিত সংখ্যা।

(গ) মূল্যবান্ সচিত্র পুস্তক।

(ঘ) হস্তলিখিত পুঁথি।

পরিষদের সভ্য।

১। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশিষ্ট ৫২।২ পার্ক ষ্ট্রীট্।

২। " চন্দ্রনাথ বসু, এম্, এ, বিশিষ্ট ৫ নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

৩। " নবীনচন্দ্র সেন, বি, এ, বিশিষ্ট ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, কুমিল্লা।

৪। " রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জমিদার, ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের ষ্ট্রীট্।

৫। " মনোমোহন বসু, ২০৩।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্।

৬। " রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, জমিদার, শোভাবাজার রাজবাটী। ১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্।

৭। " আর, সি, দত্ত, বিশিষ্ট সি, আই, ই, অধ্যাপক ইউনিভারসিটী কলেজ, লণ্ডন।

৮। " বিচারপতি মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯ নং ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা।

৯। " " " চন্দ্রমাধব ঘোষ, ৩ নং আলবার্ট রোড।

১০। " সার রমেশচন্দ্র মিত্র, নাইট্, ১৩ নং পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর।

১১। " রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল, জমীদার, বরাহনগর।

১২। " রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগলপুর।

১৩। " কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া, জমিদার, ৬ নং কলেজ প্লেস, হাবড়া শিয়ারসোল রাজবাটী রাণীগঞ্জ।

১৪। " ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী রায় বাহাদুর ৫৩ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্।

১৫। " রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, বিশিষ্ট ঢাকা।

১৬। " মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্,এ নৈহাটী।

১৭। " মতিলাল হালদার, বি, এল, সব জজ, ৩১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্।

১৮। শ্রীযুক্ত মিঃ এন্ এন্ ঘোষ, বারিষ্টার, ইণ্ডিয়ান্ নেসন্-সম্পাদক, ৪৩ নং বক্সারাম অক্রূর-লেন।

১৯। „ মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ১০৬ নং শ্যাম-বাজার ষ্ট্রীট্।

২০। „ ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস, এম্, বি, ১৯ নং বৃন্দাবন মল্লিকের ১ম লেন।

২১। „ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪০ নং শঙ্কর হালদারের লেন।

২২। „ ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ এম্, এ, ২৩ নং হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট্, বাগবাজার।

২৩। „ চারুচন্দ্র ঘোষ, ৭ নং নবীন সরকারের লেন, বাগবাজার।

২৪। „ নন্দকৃষ্ণ বসু, এম্, এ, সি, এস্, ম্যাজিষ্ট্রেট কৃষ্ণনগর ৬৩ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট্।

২৫। „ পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত, ২৮।১৬ নং অখিল মিস্ত্রির লেন চাঁপাতলা।

২৬। „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮ নং রামমোহন সাহার লেন, গুড়িপাড়া।

২৭। „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ, প্রফেসার, রিপন কলেজ, ৬ নং উইলিয়মস্ লেন।

২৮। „ যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জমিদার, ১ নং নিমকমহল ঘাট রোড, খিদিরপুর।

২৯। „ নীলরতন মুখোপাধ্যায়, হেড মাষ্টার কির্ণহার বীরভূম।

৩০। „ সাতকড়ি হালদার, বি, এল, মুন্সেফ, কাটোয়া বর্দ্ধমান।

৩১। „ বসন্তকুমার রায়, বেলিয়াটোর, বাঁকুড়া।

৩২। „ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।

৩৩। „ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনেরাল, ঢাকা।

৩৪। „ অবিনাশচন্দ্র দাস, এম্, এ, আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৩৫। „ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ, ১৬ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্।

৩৬। „ মথুরানাথ সিংহ, বি, এল, উকিল, বাঁকীপুর।

৩৭। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দ্রনারায়ন সিংহ, এম্, এ, বি, এল, উকিল, বাকীপুর, পাটনা।
৩৮। „ নবীনচন্দ্র দাস, এম্, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট চট্টগ্রাম।
৩৯। „ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ফরিদপুর।
৪০। „ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, ল্যাণ্ড একুইজিসন ডেঃ কাঃ কেরাণীটোলা, মেদিনীপুর।
৪১। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম্. এ, সি, এস, সবডিভিসনাল আফিসার, খড়দা, পুরী।
৪২। „ বরদাচরণ মিত্র, এম্. এ; সি, এস, জজ্ ফরিদপুর, বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট, কুমারটুলি।
৪৩। „ দাশরথি ঘোষ, এম্, এ, বি, এল, উকিল হুগলি।
৪৪। „ রজনীনাথ রায় এম্ এ, ডেপুটী-অডিটার জেনারেল ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট, ২৪ নং পিপুলপাটি লেন, ভবানীপুর।
৪৫। „ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ট্রিবিউন-সম্পাদক, লাহোর।
৪৬। „ বঙ্কুবিহারী সিংহ, ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট, কিশোরগঞ্জ ময়মনসিংহ।
৪৭। „ অক্ষয়কুমার সেন, ডেপুটী কালেক্টর, ঢাকা।
৪৮। „ অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, বি, সি, এস, একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনার, হোসেঙ্গাবাদ, সি, পি।
৪৯। „ নন্দলাল বাগচী, বি, এ, ডেপুটী কালেক্টার, তমলুক।
৫০। „ পণ্ডিত বীরেশ্বর পাঁড়ে, ২৭।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্।
৫১। „ গোবিন্দলাল দত্ত, ৭৮ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার।
৫২। „ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সাহিত্য সম্পাদক ৫০ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট হোগলকুঁড়িয়া।
৫৩। „ নগেন্দ্রনাথ মিত্র, বি, এল, ৩৪ নং তেলিপাড়া শ্যামপুকুর।
৫৪। „ কুঞ্জবিহারী বসু, বি, এ, ২৮ নং গ্রে ষ্ট্রীট্।
৫৫। „ ললিতচন্দ্র মিত্র, এম্, এ, ৩০।৩ নং মদন মিত্রের লেন, সিমুলা।
৫৬। „ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি, এল, উকিল, ২৩ নং পঞ্চাননতলা লেন, পটলডাঙ্গা।
৫৭। „ হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ নং পঞ্চাননতলা লেন, বহুবাজার।

৫৮। শ্রীযুক্ত বিপিনবেহারী গুপ্ত, এম্, এ, প্রফেসার প্রেসিডেন্সি কলেজ, ৩৯ নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।

৫৯। " ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, জমীদার, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট।

৬০। " মিঃ এ, চৌধুরী, ব্যারিষ্টার, ১৬ নং লোয়ার সারকুলার রোড।

৬১। " মহামহোপাধ্যায় ন্যায়ালঙ্কার নীলমণি মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, প্রিন্সিপাল, সংস্কৃত কলেজ, ২২ নং নেউগিপুকুর ওয়েষ্ট লেন।

৬২। " নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, ব্যারিষ্টার, ৩ নং মদন মিত্রের লেন।

৬৩। " মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্, বি, এল, উকীল হাইকোর্ট, ১১ নং কৃষ্ণরাম বসুর লেন।

৬৪। " রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, লেট ডিপুটী স্কুল ইনস্পেক্টর, ২২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

৬৫। " গোবিন্দচন্দ্র দাস, এম্, এ, বি, এল, উকীল, হাইকোর্ট।

৬৬। " সারদাচরণ মিত্র, এম্, এ, বি, এল, ঐ ঐ ৮৫নং গ্রেষ্ট্রীট।

৬৭। " রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল, উকীল, সিয়ালদহ, ব্রজলাল মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর।

৬৮। " অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল, উকীল, ১২ নং শিবশঙ্কর মল্লিকের লেন, শ্যামপুকুর।

৬৯। " মন্মথনাথ মল্লিক, ব্যারিষ্টার জমীদার, ১২ নং লালবাজার।

৭০। " হেমচন্দ্র মল্লিক জমীদার, ১২ নং ওয়েলিংটন স্কয়ার বহুবাজার।

৭১। " প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, পুলিশ ইন্স্পেক্টর, বটতলা থানা, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

৭২। " যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ নং শ্রীনাথ দাসের লেন বহুবাজার।

৭৩। " জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, জমীদার, ৬২ নং সারকুলার রোড, বালিগঞ্জ।

৭৪। " ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি, এ, জমীদার, ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন।

৭৫। " বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঐ ঐ

৭৬। " গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঐ ঐ

৭৭। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার, ৭৭।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান।

৭৮। „ শারদাশীল বিদ্যাবিনোদ, বি, এ, ৪ নং ধর্ম্মদাস কুণ্ডুর লেন, হাবড়া।

৭৯। „ প্যারীলাল হালদার, এম্, এ, ১ নং গৌর লাহার ষ্ট্রীট, নিমতলা।

৮০। „ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪ নং কৈলাস বানার্জ্জীর লেন, পঞ্চাননতলা হাবড়া।

৮১। „ মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, আসিষ্টাণ্ট কণ্ট্রোলার, ইণ্ডিয়ান ট্রেজারি, ১১ নং কৃষ্ণরাম ঘোষের লেন।

৮২। „ ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী, এল, এম্, এস্, ১৫০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

৮৩। „ হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল, ১৯ নং ষষ্ঠীতলা ষ্ট্রীট, নারিকেলডাঙ্গা।

৮৪। „ মন্মথনাথ মুস্তফি, বি, এ, ৪৯ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

৮৫। „ প্রফুল্লচন্দ্র বসু, ১২ নং নবাবদি ওস্তাগারের লেন, টাকেপাড়া।

৮৬। „ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৮।৭ নং চোরবাগান ২য় গলি।

৮৭। রাজা সার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সি, আই, ই, ইত্যাদি জমীদার ৬৫ নং পাথুরিয়াঘাটা।

৮৮। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মিত্র, এল, এম্, এস, ব্যাটরা হাবড়া।

৮৯। „ কে, সি, দত্ত, এম্, এ, বি, এল, এটর্ণী, ১৭১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

৯০। „ হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, জমীদার, ১৪ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট, বাগবাজার।

৯১। „ রামেশ্বর মণ্ডল, বি, এল, ১৫৪ নং অপার সারকুলার রোড।

৯২। „ পণ্ডিত যাদবকিশোর গোস্বামী বিদ্যারত্ন, ৭ নং ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট, পাথুরিয়াঘাটা।

৯৩। „ বিজয়কেশব মিত্র, বি, এল, মুন্সেফ, চট্টগ্রাম।

৯৪। „ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, এম্, এ, বি, এল, এটর্ণী, ১৩ নং জেলেপাড়া লেন, বহুবাজার।

৯৫। „ কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

৯৬। „ ব্যোমকেশ মুস্তোফি, বঙ্গ-নিবাসী-সম্পাদক, ১৯ নং কাশীপ্রসাদ

৯৭। শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন প্রামাণিক, এম্, এ, বি, এল, উকীল হাইকোর্ট, ৩৮ নং মধুরায়ের লেন।

৯৮। „ রমানাথ ঘোষ জমীদার, পাথুরিয়াঘাটা।

৯৯। „ কুমার মন্মথনাথ মিত্র, জমীদার, ১ নং শ্যামপুকুর লেন।

১০০। „ পরেশচন্দ্র সোম, ১৭ নং অপার সারকুলার রোড।

১০১। „ নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ-সম্পাদক, ১৪ নং তেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর।

১০২। „ বঙ্কগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ৪৪ নং আমহার্স্ট ষ্ট্রীট।

১০৩। „ কানাইলাল দে, ২৪১ নং অপার সারকুলার রোড, বাগবাজার।

১০৪। „ কুমার কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, জমীদার, ২১ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, শোভাবাজার রাজবাটী।

১০৫। „ অমরকৃষ্ণ মিত্র, জমীদার, ২০ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া।

১০৬। „ তুলসীদাস মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, ২১ নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।

১০৭। „ ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, এম্, এ, ৭ নং রাধানাথ বসুর লেন, গোয়াবাগান।

১০৮। „ নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, বি, এ, জমীদার, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

১০৯। „ বরদাকান্ত ঘোষ, ৪২ নং মদন বড়ালের লেন, বহুবাজার।

১১০। „ প্রমথনাথ মিত্র, ৫ নং তেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।

১১১। „ রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায়, ১৭৩।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

১১২। „ অভয়চরণ পাল, ২০৩।২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

১১৩। „ যোগেন্দ্রনাথ সেন, এম্, এ, বি, এল, উকীল, ৩৩ নং হরিরাম বাঁড়ুযোর লেন, বহুবাজার।

১১৪। „ কিরণচন্দ্র দত্ত, ১ নং রামকান্ত বসুর ১ম লেন, বাগবাজার।

১১৫। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল, ১৩৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

১১৬। „ বিহারীলাল সরকার, বঙ্গবাসী-সহ-সম্পাদক, ১০ নং রামচাঁদ নন্দীর লেন, দর্জ্জিপাড়া।

১১৭। „ কৃষ্ণগোপাল ভক্ত, ৯ নং বাবুরাম ঘোষের লেন, নিমতলা।

১১৮। শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু, ৭১ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট।

১১৯। „ মতিলাল ঘোষ, অমৃতবাজার সম্পাদক, ২ নং আনন্দ চাটুর্য্যের লেন।

১২০। „ বাণীনাথ নন্দী, ১৭ নং শিকদার বাগান ষ্ট্রীট।

১২১। „ ক্ষেত্রমোহন বসু, বি, এ, ইঞ্জিনিয়ার, ৯০।৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।

১২২। „ পণ্ডিত অতুলচন্দ্র গোস্বামী, ১১ নং মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন, সিমলা।

১২৩। „ মাননীয় এ, এম্, বসু, এম্, এ, ব্যারিষ্টার, ১৩৯ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

১২৪। „ মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, ১৭ নং শ্রীনাথ দাসের লেন, বহুবাজার।

১২৫। „ যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, ১৪ নং মদন বড়ালের লেন, বহুবাজার।

১২৬। „ কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুর।

১২৭। „ প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, ৬ নং মদনমোহন চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, জোড়াসাঁকো।

১২৮। „ পণ্ডিত গদাধর কাব্যতীর্থ, অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ, ১৯ নং ডিহি ইণ্টালি রোড।

১২৯। „ ডাক্তার অমৃতলাল সরকার, এল, এম্, এস, ৫১নং শাখারীটোলা।

১৩০। „ মিঃ পি, এন্, মিত্র, ব্যারিষ্টার, ২০৯ নং লোয়ার স্যারকুলার রোড।

১৩১। „ গিরিশচন্দ্র বসু, এম্ এ, প্রিন্‌সিপাল বঙ্গবাসী কলেজ, ১২৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।

১৩২। „ শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, প্রফেসার বঙ্গবাসী কলেজ, হিন্দু হোষ্টেল মানিকতলা।

১৩৩। „ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, ভাগলপুর।

১৩৪। „ হেমচন্দ্র সরকার, এম্, এ, প্রফেসার, রাজসাহী কলেজ।

১৩৫। „ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, ৮।৩ কাশীঘোষের লেন, সিমলা।

১৩৬। „ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, ৪৬ নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।

১৩৭। „ তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, ২৫।৯ নং মটস্ লেন।

১৩৮। „ কুমার প্রমথনাথ মল্লিয়া, জমীদার সিয়ারশোল, রাণীগঞ্জ।

১৩৯। „ ব্রজেন্দ্রলাল শীল, এম্, এ, প্রিন্‌সিপাল জেনকিন্‌স কলেজ, কুচবেহার।

১৪০। শ্রীযুক্ত কালিদাস মল্লিক, এম্, এ, প্রফেসার, বর্দ্ধমান কলেজ।
১৪১। „ কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন, ৫ নং কুমারটুলি ষ্ট্রীট।
১৪২। „ সুরেশচন্দ্র সেন, ডেপুটী কলেক্টর, বালেশ্বর।
১৪৩। „ ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্, এ, ২৬।১ নং হ্যারিসেন রোড।
১৪৪। „ বরদাচরণ চক্রবর্ত্তী, হেড পণ্ডিত, বহর স্কুল।
১৪৫। „ কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রফেসার, রাজসাহী কলেজ।
১৪৬। „ জগদরঞ্জন খাঁ, এম্, এ, ৫৪ নং কৈলাস বসুর লেন, হাবড়া।
১৪৭। „ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, হেডপণ্ডিত, গভর্ণমেণ্ট বঙ্গবিদ্যালয় মালদহ।
১৪৮। „ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, ডি, এল উকীল, ৭৭ নং রসারোড ভবানীপুর।
১৪৯। „ প্রিয়নাথ ঘোষ, এম্, এ, কুচবেহার রাজবাটী।
১৫০। „ যোগেশচন্দ্র রায়, এম্, এ, প্রফেসার, কটক কলেজ।
১৫১। „ ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, উকীল, ভাগলপুর পাণ্ডুয়াকুটি।
১৫২। „ মৃণালকান্তি ঘোষ, ২ নং আনন্দ চাটুয্যের লেন, বাগবাজার।
১৫৩। „ অম্বিকাচরণ গুপ্ত ৩৫ নং শ্যামাপুকুর লেন।
১৫৪। „ কিশোরীমোহন সেন গুপ্ত, প্রফেসার হুগলী কলেজ, হালিসহর।
১৫৫। „ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম্, এ, ডেপুটী ইন্স্পেক্টর, সিলেট।
১৫৬। „ শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, জামালপুর, ময়মনসিংহ।
১৫৭। „ নন্দলাল গোস্বামী, জমীদার, শ্রীরামপুর।
১৫৮। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, নোয়াখালি।
১৫৯। „ কালীপদ বসু, উকীল, মিরাট।
১৬০। „ বলীন্দ্রনাথ সিংহ, ইন্দাস, বাঁকুড়া।
১৬১। „ মধুসূদন রাও, হেড মাষ্টার, ট্রেনিংস্কুল, কটক।
১৬২। „ শরচ্চন্দ্র মিত্র, নিযুক্তা, বেলঘরিয়া, ই, বি, এস্, রেলওয়ে।
১৬৩। „ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল, উকীল, বৰ্দ্ধমান।
১৬৪। „ রমেশচন্দ্র দাস, ডেপুটী কালেক্টর, বীরভূম।
১৬৫। „ কুমুদবন্ধু দাস গুপ্ত, ডেপুটী কালেক্টর, ময়মনসিংহ।

১৬৬। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস গুপ্ত, মুন্সেফ, লক্ষীপুর, নোয়াখালি।
১৬৭। " গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মেদিনীপুর।
১৬৮। " মিঃ চিত্তরঞ্জন দাস, ব্যারিষ্টার, ১১ নং বেদিয়াপাড়া রোড।
১৬৯। " শ্যামকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী কালেক্টর, দিনাজপুর।
১৭০। " শরচ্চন্দ্র রায়, বি, এল, উকীল, রাজসাহী।
১৭১। " ব্রজেন্দ্রনাথ দে, এম্, এ, বি, এল, কালেক্টর, বাঁকুড়া।
১৭২। " হেমেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, বি, এ, করানিয়িয়া মযূরভঞ্জ, উড়িষ্যা।
১৭৩। " কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, ওকাদিয়া কাছারী, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
১৭৪। " শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জমাদার, উত্তরপাড়া।
১৭৫। " হেমাঙ্গচন্দ্র বসু, সব্-জজ, হুগলী।
১৭৬। " মহেন্দ্রনাথ মজুমদার, ডেপুটী কালেক্টর, রঙ্গপুর।
১৭৭। " অঘোরনাথ ঘোষ, রিটায়ার্ড সব্-জজ, চুঁচুড়া।
১৭৮। " নয়নরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বাঁকুড়া।
১৭৯। " কুলদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, উকীল, বাঁকুড়া।
১৮০। " কুমার রামেশ্বর মালিয়া, জমীদার, সিয়ারসোল রাজবাটী, রাণীগঞ্জ।
১৮১। " রায় রোহিণীকুমার রায় চৌধুরী, জমীদার, কীর্ত্তিপাশা, বরিশাল।
১৮২। " সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি, এস, ৩২নং বালীগঞ্জ, সারকুলার রোড।
১৮৩। " গোপালকৃষ্ণ ঘোষ, মুন্সেফ, বালেশ্বর।
১৮৪। " রাজবিহারী দাস, সোনসিংহ, ফরিদপুর।
১৮৫। " বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, বি, এ, হেড মাষ্টার হিন্দুস্কুল, নদিয়া।
১৮৬। " কৃষ্ণনারায়ণ ভৌমিক বিত্তারঞ্জন, গুণাইগাছা, পাবনা।
১৮৭। " যজ্ঞেশ্বর ঘোষাল, কামারহাটি, আঁড়িয়াদহ।
১৮৮। " রাধানাথ রায়, স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর, উড়িষ্যা।
১৮৯। " সুদামচন্দ্র নায়েক, অ্যাসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ট্রিবিউটারি মহল, কটক
১৯০। " বনমালী সিংহ, পার্জেন রাজষ্টেট, কটক।
১৯১। " যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্, এ, বি, এল, উকীল, দিনাজপুর।
১৯২। " রাজনারায়ণ বসু (বিশিষ্ট), দেওঘর, বৈদ্যনাথ।

১৯৩। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল, (বিলিষ্ট), বারাণসী।

১৯৪। Sir William W. Hunter, K. C. S. I. বিলিষ্ট।

১৯৫। Sir George Bardwood, K. C. I. E. ঐ

১৯৬। John Beames, Esqr. ঐ

১৯৭। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, এম্, এ, তারক চাটুর্য্যের লেন।

১৯৮। " " মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।

১৯৯। " রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, ১৬৭ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

২০০। " শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৫২।২ নং চাষাধোপাপাড়া, (জোড়াসাঁকো)।

২০১। " রাধানাথ মিত্র, ১ নং বেচারাম চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।

২০২। " ঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম্, এ, ১১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।

২০৩। " চুনীলাল সেন, ৬ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান।

২০৪। " ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ন, ৩৪।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট। (বঙ্গবাসী প্রেস)।

২০৫। " উমাপদ রায়, (ব্যারিষ্টার), ৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার।

২০৬। " দ্বিজেন্দ্রলাল সিংহ, এম্, এন্, পি, এম্, (লণ্ডন) ১২০।২ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।

২০৭। " অমৃতলাল বসু, ২ নং শিকদারবাগান ষ্ট্রীট।

২০৮। " যতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১।১ নং শ্রীরাম মুদির লেন।

২০৯। " ডাক্তার অতুলকৃষ্ণ দত্ত, এফ, এইচ, সি, এস, ৮১ নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট।

২১০। " কৃষ্ণনাথ মিত্র, ১৫৯ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট।

২১১। " অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চুঁচুড়া, হুগলী।

২১২। " নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, হেড পণ্ডিত দীনহাটা মধ্য-বাঙ্গালা স্কুল, কুচবিহার।

২১৩। " অক্রুরচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, জমীদার, বৈনাগ্রাম, কানাইবাজার পোষ্ট আফিস, শ্রীহট্ট।

২১৪। " রাজীবলোচন দাস, মহাজন, বৈনাগ্রাম, কানাইবাজার পোষ্ট আফিস, শ্রীহট্ট।

২১৫। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ গুহ, বি, এল, মুন্সেফ কোর্ট, সাতক্ষীরা।
২১৬। „ ভূতনাথ পাল, ২৯ নং বসুপাড়া, বাগবাজার।
২১৭। „ কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যানিধি, ২০২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
২১৮। „ ডাঃ চুনীলাল বসু রায় বাহাদুর, ২৪ নং মহেন্দ্র বসুর লেন, শ্যামবাজার।
২১৯। „ চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ৫ নং ঈশ্বর মিলের লেন, গোয়াবাগান।
২২০। „ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, ১১ নং গোবিনচাঁদ সেনের লেন, চাঁপাতলা।
২২১। „ ধনকৃষ্ণ সেন, ৫৬ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
২২২। „ রসিকলাল ঘোষ, ৩ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট।
২২৩। „ কানাইলাল ঘোষাল, ১৪ নং যুগলকিশোর দাসের লেন, বাদুড়বাগান।
২২৪। „ বসন্তকুমার বসু, ২৩ নং তালপুকুর রোড, গুঁড়া।
২২৫। „ মন্মথনাথ দে, উকীল, বাঁকীপুর।
২২৬। „ কার্ত্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সূত্রগড়, শান্তিপুর, নদীয়া।
২২৭। „ বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, ৩০১ নং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড শিবপুর, হাবড়া।
২২৮। „ শিবরতন মিত্র, নাজির কেসিয়ার, রামপুরহাট, লুপ্লাইন।
২২৯। „ চন্দ্রমোহন সেন, বান্দেল রোড, চট্টগ্রাম।
২৩০। „ সতীশচন্দ্র রায়, এম্, এ, ১৭ নং মদন মিত্রের লেন, সিমলা।
২৩১। „ জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি, এ, ১৭ নং মদন মিত্রের লেন, সিমলা।
২৩২। „ ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ২নং রাধানাথ বসুর লেন, গোয়াবাগান।
২৩৩। „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্, এ, ১১ নং গোবিনচাঁদ সেনের লেন, চাঁপাতলা।
২৩৪। „ কালিদাস নাথ, ১০ নং রামকৃষ্ণ বাগ্‌চির লেন, বীডন্ ষ্ট্রীট।
২৩৫। „ বলাইচাঁদ গোস্বামী, ৬৮ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট, জোড়াসাঁকো।
২৩৬। „ রামগোপাল সেন গুপ্ত, ২৩নং হর চোলের লেন, আহিরীটোলা।
২৩৭। „ শ্যামলাল বসু, ৮২ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
২৩৮। „ অক্ষয়দাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

২৩৯। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, কোল ডিপো, চিৎপুর।

২৪০। „ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫৩ নং গ্রে ষ্ট্রীট।

২৪১। „ রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১১৪।১১৫ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।

২৪২। „ যোগেন্দ্রচন্দ্র কবিভূষণ সিদ্ধান্তরত্ন, নবদ্বীপ।

২৪৩। „ শিবনাথ বসু, ৭১।২ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান।

২৪৪। „ বীরানন্দ কাব্যনিধি, ৬০ নং সভারাম বসাকের ১ম লেন, কলুটোলা।

২৪৫। „ গিরিশচন্দ্র রায়, ৮ নং মোগলকুঁড়িয়া লেন।

২৪৬। „ জগদ্বন্ধু মোদক, ৬৭ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

২৪৭। „ বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

২৪৮। „ হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ২১ নং ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা।

২৪৯। „ দুর্গানারায়ণ সেন গুপ্ত কবিভূষণ, বেনেটোলা, শোভাবাজার।

২৫০। „ নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ, ৩০ নং নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের লেন, কালীঘাট।

২৫১। „ ডাঃ শরচ্চন্দ্র ঘোষ, মেদিনীপুর।

২৫২। „ রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জমীদার, উত্তরপাড়া।

২৫৩। „ জগদানন্দ রায়, কৃষ্ণনগর, নদিয়া।

২৫৪। „ হরগোবিন্দ কাব্যতীর্থ শিরোমণি, হেড পণ্ডিত, যোগানন্দ হাই-স্কুল, রাজবাড়ী।

২৫৫। „ খগেন্দ্রনাথ মুস্তোফী, বড়ালপাড়া, হুগলী।

২৫৬। „ নিত্যগোপাল সরকার, মুন্সেফ, ডায়মণ্ডহারবার।

২৫৭। „ দেবেন্দ্রনাথ পাল, মুন্সেফ, জাহানাবাদ, হুগলী।

২৫৮। „ প্রমথনাথ দত্ত, এম্, এ, ৭১ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।

২৫৯। „ যাদবানন্দ গুপ্ত, মর্ত্ত, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।

২৬০। „ কালীপদ বসু, প্রফেসর ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

২৬১। „ পাঁচকড়ি ঘোষ, দাসপাড়া, চুঁচুড়া।

২৬২। „ বামাচরণ বসু, সিলাইদহ, ঠাকুরবাড়ী কাছারী, ভায়া কুমারখালি, নদিয়া।

২৫৩। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, বি, এল, বহরমপুর, খাগড়া, মুরশিদাবাদ।

২৫৪। " যোগেন্দ্রকুমার ঘোষ, ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট, দিনাজপুর।

২৫৫। " নৃসিংহদেব চক্রবর্ত্তী, জমীদার, গুজাদিয়া কাছাড়ি, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

২৫৬। " কুমার শরৎকুমার রায়, পোঃ, আঃ, দিঘাপাতিয়া, জেলা রাজসাহী।

২৫৭। " সুখরঞ্জন বসু, হেড মাষ্টার ত্রিপুরা সুন্দরী স্কুল, পোঃ, আঃ, তারা, জেলা ময়মনসিংহ।

২৫৮। " মনীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমীদার, পোঃ, আঃ, শ্যামপুর, জেলা রঙ্গপুর।

২৫৯। " মোহিনীমোহন দত্ত, বি, এ, মুন্সেফ, ডায়মণ্ডহারবার, ২৪ পরগণা।

২৬০। " প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, প্রফেসর হুগলি কলেজ, হুগলি।

২৬১। " কিশোরীমোহন চৌধুরী, উকীল, জজ আদালত, পোঃ, আঃ, ঘোড়ামারা, জেলা রাজসাহী।

২৬২। " ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৭।১ নং শাঁখারীটোলা লেন, বহুবাজার।

২৬৩। " ললিতমোহন মল্লিক, ১০ নং লালবাজার ষ্ট্রীট।

২৬৪। " কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৫ নং দর্জ্জিপাড়া ষ্ট্রীট।

২৬৫। " গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, ১১নং ভুবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন, চোরবাগান।

২৬৬। " অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, ২৮ নং গোয়াবাগান লেন।

২৬৭। " উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৬ নং বীডন ষ্ট্রীট।

২৬৮। " মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ২৮।৩ নং অখিল মিস্ত্রির লেন, চাঁপাতলা।

২৬৯। " কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ১০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, অথবা ৩৩ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড, ভবানীপুর।

২৮০। " কৃষ্ণচন্দ্র দে, এম, এ, ৩৮।২ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট।

২৮১। " হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ৮২ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।

২৮২। " পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫২ নং হ্যারিসন রোড।

২৮৩। " সুশীলচন্দ্র নিয়োগী, ১ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট, বাগবাজার।

২৮৪। শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী, সংস্কৃত প্রফেসর বিসপ্‌স কলেজ; ২২৪ নং লোয়ার সারকুলার রোড, বালীগঞ্জ।

২৮৫। „ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, ৫৬।২ নং গ্রে ষ্ট্রীট।

২৮৬। „ ডাক্তার শশিভূষণ মিত্র, M. B. লণ্ডন, ৩৭ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।

২৮৭। „ রমেশচন্দ্র বসু, ৭নং ঈশ্বরমিলের লেন, গোয়াবাগান।

২৮৮। „ রাখালদাস সান্যাল, ২৬ নং বাদুড়বাগান লেন।

২৮৯। „ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ২৫ নং হালদারপাড়া লেন, কালীঘাট।

২৯০। „ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, ৬ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।

২৯১। „ কৃষ্ণমল গোয়েনকা, ৫৭নং বড়তলা ষ্ট্রীট, বড়বাজার।

২৯২। „ সখারাম গণেশ দেউস্কর, ১৩।৩নং „ „

২৯৩। „ প্রসাদ দাস গুঁই, ১৩।১ নং হিদারাম বন্দ্যোর লেন।

২৯৪। „ ফণিভূষণ বসু, এম, এ, ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর অফ স্কুলস্‌, ৫ নং বাদুড়বাগান লেন।

২৯৫। „ অশ্বিনীকুমার ঘোষ, ৭৫ নং বীডন ষ্ট্রীট।

২৯৬। „ জগৎচন্দ্র সেন, বি, এ, ১৪ নং বেনেটোলা লেন, পটলডাঙ্গা।

২৯৭। „ মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গলী সম্পাদক, নিউগিপুকুরইষ্ট লেন।

২৯৮। „ শরচ্চন্দ্রদাস, সি, আই, ই, ৮৬।২ নং জানবাজার ষ্ট্রীট।

২৯৯। „ দেবকিশোর মুখোপাধ্যায়, এম, এ, ১৭ নং বাবুরাম শীলের লেন, বৌবাজার।

৩০০। „ মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১।২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট।

৩০১। „ নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৩০ নং চন্দ্রচাটুর্য্যের লেন, ভবানীপুর।

৩০২। „ দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ, হেডমাষ্টার ভিক্টোরিয়াস্কুল, কুমিল্লা।

৩০৩। „ চন্দ্রনারায়ণ সিংহ, এম, এ, ভাগলপুর।

৩০৪। „ অমৃতলাল রায়, হোপসম্পাদক, ২১ নং কেলিয়াটোলা লেন।

৩০৫। „ বরদাকান্ত সেন গুপ্ত, ১৪ নং কলেজ স্কোয়ার।

৩০৬। „ শ্যামাধর রায়, ডিপুটীম্যাজিষ্ট্রেট, হুগলি।

৩০৭। „ দুর্গাদাস লাহিড়ী, ভুবন সরকারের লেন।

৩০৮। শ্রীযুক্ত কবিরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, ৭ নং কাঁসারীপাড়া লেন।

৩০৯। „ কৃষ্ণলাল রায়, ৫০ নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার।

৩১০। „ যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, ১নং দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট, পাথুরিয়াঘাট

৩১১। „ অশ্বিনীকুমার দাস, বি, এ, ১৪ নং বেণিয়াটোলা লেন।

৩১২। „ ভবেন্দ্রনাথ দে, এম, এ, ৩৬নং বাঞ্ছারাম অক্রূর লেন, বৌবাজার

৩১৩। „ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৬নং রামচন্দ্রঘোষের লেন, চাঁপাতলা।

৩১৪। „ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ আফিস, চেক ডিপার্টমেণ্ট।

৩১৫। „ মতিলাল দত্ত, ইনস্পেক্টর পাঠশালা, ৩০নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।

৩১৬। „ নরেন্দ্রনাথ সেন, ইণ্ডিয়ানমিরর সম্পাদক, ২৪ নং মর্টস্ লেন।

৩১৭। „ শ্যামাচরণ মিত্র, ৭৩।১।১ নং মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট।

৩১৮। „ কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ, ১০ নং বাহির মির্জাপুর রোড।

৩১৯। „ কুমার বসন্তকুমার রায় বাহাদুর, জমীদার, ৭৪ নং লোয়ার সার্কুলার রোড।

৩২০। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন, বি, এ, প্রোফেসর ডফটন কলেজ।

৩২১। „ কবিরাজ মণিমোহন সেন, ১৭১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

৩২২। „ পণ্ডিত পরেশনাথ বিদ্যাভূষণ, ১২নং হ্যারিসেন রোড।

৩২৩। „ নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ১১ নং মধুরায়ের লেন, সিমলা।

৩২৪। „ হারাণচন্দ্র রক্ষিত, ১৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন।

৩২৫। „ আনন্দমোহন ঘোষাল, ৩০।১ নং বলরামদের ষ্ট্রীট।

৩২৬। „ ডাক্তার বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট।

৩২৭। „ অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২ নং নাথের বাগান ষ্ট্রীট।

৩২৮। „ ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য, ৫।১নং ফকিরচাঁদ বসুর লেন, বৌবাজার।

৩২৯। „ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ১৫ নং রামকান্ত বসুর ১ম লেন।

৩৩০। „ সত্যচরণ মিত্র, ১০ নং ঈশ্বরমিলের লেন।

৩৩১। „ মোহনচাঁদ মিত্র, বি, এল, উকীল, ১৬ নং ভীমঘোষের লেন, হোগলকুঁড়িয়া।

৩৩২। „ অবিনাশচন্দ্র বসু, এম, এ, ডিপুটীম্যাজিষ্ট্রেট, বর্দ্ধমান।

৩৩৩। শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত, সি, এস্, কালেক্টর, দিনাজপুর।

৩৩৪। " মাননীয় বি, এল, গুপ্ত, সি, এস্, জজ, হুগলি।

৩৩৫। " উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিভিলসার্জ্জন, বাকুড়া।

৩৩৬। " প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, আড়ুলিয়া রাণাঘাট।

৩৩৭। " তারকনাথ বিশ্বাস, সবরেজিষ্টার, জাহানাবাদ, হুগলি।

৩৩৮। " যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু, বঙ্গবাসী সম্পাদক, ৭১ নং হ্যারিসন রোড।

৩৩৯। " ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, ১২ নং রামধন মিত্রের লেন।

৩৪০। " বিপিনবিহারী রায়, ২১০।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

৩৪১। " বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, ১৫ নং মারহাট্টাডিচ লেন, বাগবাজার।

৩৪২। " শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী, বি, এল, ৪২।২ নং মদন বড়ালের লেন।

৩৪৩। " নারায়ণচন্দ্র সেন এম, এ, বি, এল, জেমো মাঃ কান্দি।

৩৪৪। " পূর্ণচন্দ্র সরকার, বি, এল, মুন্সেফ চট্টগ্রাম।

৩৪৫। " বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, ৭১।১ নং হ্যারিসন রোড।

৩৪৬। " ভূপতি তর্কভূষণ, মায়াপুর, খামারবেড়িয়া, হুগলি।

৩৪৭। " বেণীমাধব কাব্যতীর্থ, তারকেশ্বর মোহান্তের চতুষ্পাঠী, তারকেশ্বর।

৩৪৮। " গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, গরিবপুর, যশোহর।